# চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও
সূত্রাপুর রোড, ঢাকা
১৩৩১

প্রকাশক—
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
সরস্বতী লাইব্রেরী
কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬।১২।২৩

ওঁ

যিনি

দেশসেবা ও জনসেবাকেই

শ্রেষ্ঠধর্ম্ম

বলিয়া জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন,

যিনি

সবলতাকেই

একমাত্র ধর্ম্ম

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন,

সেই সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ

ন্যায় ও ধর্ম্মের বীর সাধক

আচার্য্য প্রবর

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর

শ্রীচরণে।

# চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### সূচনা

মহামনীষী চাণক্য ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে এক সঙ্কটের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই রাজনীতি-বিশারদ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাচারী-সম্রাট্-শাসিত ভারতবর্ষেও যে অপূর্ব্ব কৌশলে এক শান্তিপূর্ণ. সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে ভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকগণের চিন্তার সহিত অনুধাবন করিবার বিষয়। এই চাণক্য পণ্ডিত কেবল মন্ত্রিত্বই করেন নাই, তাঁহার অসামান্য মেধা ভারতবাসীর নৈতিকজীবনের উপর বহুশতাব্দী ধরিয়া

আলোক বিতরণ করিতেছে। তাঁহার প্রণীত নীতি-শাস্ত্রের অমূল্য শ্লোকগুলি আজও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

এ হেন রাষ্ট্রগুরুর বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের ঘটনা-বহুল ইতিহাস নানারূপে বিস্তৃত হইয়া কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। এই জীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলি এবং কিম্বদন্তী হইতে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যে উপাদান আছে তাহাও আবার চাণক্যের জীবনী লিখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তথাপি ঐগুলি অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

## জন্ম

ইতিহাস-বিশ্রুত তক্ষশিলা নগরে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বংশে ৩১৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে চাণক্য জন্মগ্রহণ করেন। চাণক্যের পিতা তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ত্রিবেদী নামে কথিত হইতেন। শৈশবেই চাণক্য পিতৃহারা হ'ন। যিনি উত্তরকালে একজন মহামনীষী রূপে তৎকালীন ভারতের সম্ভ্রমবিমিশ্র-বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনও সাধারণ শিশুদের মত ছিল না। তাঁহার বাল-সুলভ চপলতার মধ্যেও ভবিষ্যৎ মহত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

## বাল্যকাল

তাঁহার শৈশব-ক্রীড়াতেই ভবিষ্যৎ গুণরাজির যথেষ্ট আভাস ছিল। তিনি ভবিষ্যতে যে মহান্ যজ্ঞের পুরোহিতরূপে বৃত হইয়াছিলেন, শৈশব হইতেই তিনি আপনাকে তাহাব জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিশুকালে বালকদেব "রাজা-রাজা" খেলায় তিনি মন্ত্রী হইতেন ও বিজ্ঞের ন্যায় এমন সব কথা বলিতেন যাহা শুনিয়া বর্ষীয়ানগণও অবাক্ হইতেন। তিনি কখনও সাধারণ শিশুর মত কেবল ছুটাছুটি প্রভৃতি ক্রীড়াতে সন্তুষ্ট হইতেন না, অল্পবয়স্ক শিশু-দিগকে লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কখন কখন উপযুক্ত একটী বালককে রাজা করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন ও আত্মগোপন করিতে শিখাইতেন। আবার কখনও ঐ রাজাকে উচ্চসিংহাসনে বসাইয়া নিজে মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রণা করিতেন। আবার কখনও বা গুরু-দরবারের ন্যায় দরবার সাজাইয়া সঙ্গিগণসহ শাস্ত্র আলোচনায় রত হইতেন ও তাহাদিগকে গুরুর ন্যায় নানা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

## আত্মসম্মান জ্ঞান ও মাতৃভক্তি

চাণক্য শৈশবে যেরূপ চপল, সেইরূপ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান অতি শৈশব

হইতেই স্ফুরিত হইতে থাকে। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অন্যায় করিতেন না। ঘটনাক্রমে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলে লজ্জিত হইতেন। যে কার্য্য ন্যায় বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইতে তাঁহাকে কোন প্রকারে নিবৃত্ত করা যাইত না। এজন্য কখন কখন তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও আপনার মতে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা করিতে যাইয়া অন্যায় করিয়া বসিতেন। চাণক্যের পিতার মৃত্যুর পর চাণক্যের মাতা পুত্রের দেহে রাজলক্ষণ দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন ; চাণক্য মাতার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মাতা ক্রন্দনের কারণ পুত্রকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া চাণক্য মাতাকে বলিলেন, "আমি যদি রাজা হই, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। অতএব, আপনি কেন বৃথা ক্রন্দন করিতেছেন ?" তাঁহার জননী বলিলেন, "যখন তুমি রাজা হইবে তখন আমাকে ভুলিয়া যাইবে।" চাণক্য মাতার শঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন, "আমার দেহের রাজচিহ্ন-স্বরূপ দন্তদুইটী উৎপাটিত করিয়া ফেলি"; এই বলিয়া তিনি নিজের দুইটী দন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ করাতে তিনি শুধু রাজচিহ্নবর্জ্জিতই হইলেন না, অত্যন্ত কুৎসিতও হইয়া পড়িলেন।

## উপদ্রব

বালকোচিত চাঞ্চল্য ও দুষ্টামি চাণক্যের যথেষ্ট ছিল—জলবাহীর কলসা ভঙ্গ করা তাঁহার এক অতি দুষ্ট খেয়াল ছিল। কোন ব্যক্তিকে মৃৎ কলসীতে জল ভরিয়া আনিতে দেখিলে তিনি তাহা ঢিল মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেন। ভগ্ন কলস হইতে জল পড়িয়া বাহককে ভিজাইয়া দিত, তাহা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। সে অভিযোগ করিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে এরূপ দুষ্টভাব ত্যাগ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়া অভিযোক্তাকে পাত্রের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক তুষ্ট করিতেন। একদিন চাণক্য এইরূপ চপলতাবশতঃ একটী বালকের কলসী লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িলেন, কিন্তু উহা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া—কলসী স্পর্শ না করিয়া বালকের ললাটদেশ বিদ্ধ করিল এবং তথা হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। চাণক্য নিজের এই অন্যায় কার্য্যে মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি কি করিয়া জননাকে মুখ দেখাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগি-লেন। রোরুদ্যমান বালক ত্রিবেদীর গৃহে গিয়া চাণক্যের মাতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি কাতর হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন এবং বালক একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে অর্থাদি দানে তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

বহির্বাটী হইতে চাণক্য মাতার তিরস্কার শুনিতে পাইলেন। এই তিরস্কার তাঁহার ভাল লাগিল না; তাঁহাব সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মা, আমি অনুতপ্ত, তবে কেন তুমি আমাকে তিবস্কাব করিতেছ?" ইহাব পর হইতে তাঁহার মাতা আর কিছু বলেন নাই।

## বিবাহ-প্রস্তাব

এই সময় চাণক্যেব মাতা পুত্রেব স্বভাব পরিবর্ত্তন কবিবার জন্য বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বিবাহেব উদ্যোগ দেখিয়া চাণক্য বিরক্তি প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। মাতার পুনঃপুনঃ অনুরোধ ও আত্মীয স্বজনের উৎপীড়নে উপায়ান্তর না দেখিয়া চাণক্য গৃহত্যাগের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। কারণ, তাঁহার স্নেহ-বিগলিতা জননী সন্তানের মমতায় পুত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। মাতা বলিলেন, "পুত্র, তুমি যদি বিবাহ না কর, তাহা হইলে আমি এ জীবন ত্যাগ করিব।" চাণক্য জানিতেন, তাঁহার মাতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। তদীয় জননী, পুত্র বিবাহে সম্মত হইয়াছে বুঝিয়া সন্তুষ্টা হইলেন।

বিবাহের জন্য নানাস্থানে ঘটক প্রেরিত হইল, কিন্তু চাণক্যের কুৎসিত কদাকার চেহারা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে এক ব্রাহ্মণ চাণক্যকে কন্যা দিতে সম্মত হইলেন। ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। আত্মীয়-স্বজনগণ চাণক্যকে কন্যার পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে কুশ তাঁহার পদে বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত করিল। হিন্দুশাস্ত্রমতে চাণক্যের বিবাহ বন্ধ হইল। বরযাত্রগণ চাণক্যসহ ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চাণক্য-জননী এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন। ইহার পর আর জননী চাণক্যকে বিবাহের জন্য উৎপীড়ন করেন নাই। কৈশর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত যুবক চাণক্য পল্লীর নিভৃত অঙ্কে বসিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নন্দ বংশ *

প্রায় দেড় হাজার বৎসব পূর্ব্বে মগধ সাম্রাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী সম্রাট্ ছিলেন তাঁহার নাম মহাপদ্ম নন্দ। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজ নন্দের ছিলেন দুই রাণী। প্রথমার নাম সুনন্দা ও দ্বিতীয়ার নাম মূরা। মূরা ছিলেন শূদ্রানী; কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সুনন্দাব নয়টী পুত্র, তাহাদিগকে নন্দ বলা হইত। আর মূবার একটী পুত্র, তাহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ নন্দ খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা কেহই তাঁহাকে ভালবাসিত না। তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সৎকার্য্যে বা সাধারণের উপকারে কিছুই খরচ করিতেন না। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার কিছুমাত্র দয়া হইত না।

## ষড়যন্ত্র

তাঁহার দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর নাম চন্দ্রভাস ও দ্বিতীয়ের নাম রাক্ষস। দুইজনই ব্রাহ্মণ।

---

* মুদ্রারাক্ষস হইতে সংগৃহীত।

চন্দ্রভাস খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রভাসের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। রাজার সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতপক্ষে তিনি চালাইতেন। রাক্ষস চন্দ্রভাসের প্রতিভা ও শুক্রাচার্য্যের তুল্য বুদ্ধি দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। রাক্ষস চন্দ্রভাসের মন্ত্রিত্ব নষ্ট করিবার জন্য একটী বিরাট্ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উপযুক্ত একটী ব্রাহ্মণকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। সেই গুপ্তচর ব্রাহ্মণ কৌশলে প্রধান মন্ত্রীর অঙ্গুরীয় আত্মসাৎ করিয়া রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাক্ষস ঐ অঙ্গুরীয় হস্তগত করিয়া নন্দবংশ যাহাতে সমূলে ধ্বংস হয়, এই মর্ম্মে একখানা ষড়যন্ত্রপূর্ণ পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শিরোনামা পর্ব্বতকের নামে লিখিত। পর্ব্বতক একজন ম্লেচ্ছদেশীয় রাজা। সেই পত্রে প্রধান মন্ত্রী চন্দ্রভাসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় ছাপ দেওয়া হইল। সেই পত্র এইভাবে লেখা ছিল যে, নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য সংস্থাপন করিব। সেইপত্র রাক্ষস এই ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া মহারাজ নন্দের হস্তে ধরাইয়া দিলেন। ঐ পত্র পাইয়া মহারাজ নন্দ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সপরিবারে প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ চন্দ্রভাসকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। কারাগারটী মাটীর নীচে

অবস্থিত, সুতরাং সেখানে সততই অন্ধকার বিরাজমান। চন্দ্রভাসের পরিবারে একশত লোক ছিল। মহারাজ নন্দ বৃদ্ধ মন্ত্রীর সপরিবারে ভরণপোষণের জন্য প্রত্যহ ভাণ্ডার হইতে একসের চাউল দিবার আদেশ করেন। ঐ এক সের চাউল একশত লোক প্রত্যহ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেই জন্য চন্দ্রভাস তাঁহার পরিজনদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি এমন কোন বুদ্ধিমান, সুচতুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি থাকে, যে স্বীয় বুদ্ধিবলে ব্যভিচারী ক্ষত্রিয় নন্দবংশ ধ্বংস করিতে পার, সেই মাত্র এই এক সের চাউল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ কর, আর সকলে অনাহারে প্রাণত্যাগ কর।" তখন ঐ পরিবারস্থ সকলে একবাক্যে বলিলেন, "আপনি ব্যতীত আমাদের বংশে এমন কেহ বুদ্ধিমান নাই, যিনি ঐ উচ্ছৃঙ্খল ক্ষত্রিয় নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। আপনিই উপযুক্ত পাত্র, আপনি ঐ একসের চাউল প্রত্যহ আহার করতঃ নন্দবংশ ধ্বংস করিবার পথ সুগম করিয়া লউন।" তাই মন্ত্রীর পরিজনগণ অনাহারে থাকিয়াও নন্দবংশ-ধ্বংসের কামনা করিলেন। জাপানীরা যেমন 'পোর্ট আর্থার' জয় করিবার আশায় নিজেদের জীবন অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি মন্ত্রীর (সংসারস্থ) পরিজনবর্গ আহার,

ত্যাগ করিয়া, নন্দবংশ ধ্বংসের আশায় আত্মবিসর্জ্জন করিল।

এদিকে মহাপদ্ম নন্দ দ্বিতীয় মন্ত্রী রাক্ষসকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

## হাস্যে বিপত্তি

একদিন মহারাজ নন্দ স্ত্রীপুত্রসহ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণকালে মহারাজ নন্দ দেখিতে পাইলেন, একটী বটপত্রে একটী বটফল পতিত আছে ও কতকগুলি পিপীলিকা সংঘবদ্ধ হইয়া ঐ পত্রটী স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া রাজা হাসিলেন। রাজার সহাস্য মুখ দেখিয়া প্রফুল্লমুখী মূরাও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। রাজা মূরাকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূরা! তুমি হাসিলে কেন?" মূরার কথা নাই। তিনি আকাশ পাতাল ভাবিয়া অস্থির। মূরার হাসির কোন অর্থ নাই, তিনি রাজাকে হাসিতে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। তাই মূরা রাজাকে তাঁহার হাসির কোন অর্থ বলিতে পারিলেন না। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মূরা, তুমি যদি তোমার হাসির প্রকৃত অর্থ সাতদিনের ভিতর বলিতে না পার, তবে তোমার বংশে বাতি দিতে আর কেহ রহিবে না।" এই বলিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া

সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মূরার আর বলিবার অবকাশ থাকিল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

## প্রতীকার

দিন যায়, দিন আসে ; মূরা আর ভাবিয়া পান না, কি উত্তর দিবেন। তাহার পর তিনি একদিন স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রী চন্দ্রভাসের ন্যায় বুদ্ধিমান্ আর এ মগধ রাজ্যে কেহ নাই। তাঁহার নিকট বুদ্ধি লইয়া এই হাসির কারণ নিরূপণ করিবেন। তাই তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি মন্ত্রীকে চাউল দিয়া আসিব।" রাজা তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। তখন মূরা চাউল দেওয়া উপলক্ষ করিয়া কারাগারে বৃদ্ধমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী কিরূপে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হয় ও ভ্রষ্ট-ক্ষত্রিয় সমূলে ধ্বংস হয় তাহার চিন্তা করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় মূরা গিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মূরা বলিলেন, "মন্ত্রী মহাশয়, কি ভাবিতেছেন?" মন্ত্রী মহাশয় অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "কৈ, কিছুই ভাবিতেছি না ত!" এই কথা বলিবার পর মন্ত্রী মহাশয়ের অপ্রফুল্ল মুখখানা যেন কোথা হইতে আবার

প্রফুল্লতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; মনে হইল যেন অমাবস্যা চলিয়া যাইবার পর হঠাৎ যেন পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইল। মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "দেবি, আপনি যে এখানে? আজ আমার শুভদিন, তাই আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত ভাল আছেন ত? রাজার মঙ্গল ত? প্রজাকুল কুশলে আছে ত?" মূরা বলিলেন, "আপনাব আশীর্ব্বাদে সবই মঙ্গল। মন্ত্রীমহাশয, আজ আমি বড বিপদ্‌গ্রস্ত, তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। আশা করি, বিফল মনোবথ হইব না। আমি আজ ছয়দিন হইল রাজার সহিত ভ্রমণে গিয়াছিলাম, সেই স্থানে রাজা আমাব সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময রাজা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া আমিও হাসি সংবরণ করিতে পারিলাম না। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূরা, তুমি হাসিলে কেন?" আমি ত অবাক্। আমি কিছুই জানি না, তাই উত্তর দিতে পারি নাই। কেবল তাঁহার হাসি দেখিয়াই হাসিয়াছিলাম। তখন রাজা কহিলেন, 'মূরা, তুমি যদি সাত দিনেব মধ্যে তোমার হাসির প্রকৃত অর্থ না বল, তাহা হইলে তোমার বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না।' ঐ কথার পর আমার প্রাণে এক আতঙ্ক আসিয়াছে যে আমার বংশে বোধ হয় আর কেহ রহিল না। আমার যে এই আদরের পুত্র

চন্দ্রগুপ্ত, যাহাকে না দেখিলে একদণ্ডও থাকিতে পারি না, যে আমার একমাত্র নন্দন, যে আমার বংশরক্ষা করিবে, সেই চন্দ্রগুপ্তকে আমি হারাইতে চলিলাম। তাই আজ আমি আপনার শরণাপন্ন।”

এদিকে মন্ত্রী নিজের কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। তাই হাসিটুকু নিজ মনে রাখিয়া দিলেন। কেবল বাহিরে কষ্ঠ-কঠিন দুঃখের ভাবটী দেখাইয়া বলিলেন, “রাণি, ভয় কি? আমি ইহার প্রকৃত উত্তর বলিয়া দিতেছি। আপনি ও রাজা যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন রাজা কি দেখিযা হাসিয়াছিলেন?” মূরা বলিলেন, “আমি একটী বটপত্রের উপর একটী বটফল দেখিযাছিলাম; কতকগুলি ক্ষুদ্র পিপীলিকা উহা রাজার নিকট দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।” মন্ত্রী বলিলেন, “রাজার হাসির তাৎপর্য্য এই যে, একটী বটপত্রের উপর একটী বটফল, যে ফলে একটী বৃহৎ বটগাছ জন্মিয়া থাকে, সময়ের এমনই গুণ যে, ক্ষুদ্র পিপীলিকারাশি সেই বটফল—যাহা কালে মহামহীরুহে পরিণত হইবে,—তাহা অক্লেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।” মূরা শুনিয়া অবাক্! মূরা দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এখন মন্ত্রীর কথায় মূরা আনন্দে অধীর। তাহার মৌর্য্যবংশ রক্ষা হইল মনে করিয়া মন্ত্রীকে শতশত

ধন্যবাদ ও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। তখন মন্ত্রী মূরাকে বলিলেন, "রাজমহিষি, তোমার বংশ রক্ষা করিলাম, তোমারও আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তোমাকে যখন বর দিতে চাহিবেন, তখন তুমি এই বর চাহিবে যে বৃদ্ধ মন্ত্রী বন্দী অবস্থায় একাকী আছেন, আর সব পরিজনেরা অনাহারে ধ্বংস হইয়াছে। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব গেলে আর কি থাকে? আপনি এখন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার বংশের মর্যাদা রক্ষা করুন।" মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া মূরা তাঁহাকে সম্ভ্রম জানাইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

## বর-প্রার্থনা

এদিকে রাজা তাঁহার সন্তান নব-নন্দকে রাজত্ব দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ লইবার সংকল্প করিতেছিলেন। এমন সময় মূরার সেই উত্তর দিবার দিন উপস্থিত। প্রফুল্লমুখী মূরা সপ্তম দিবস প্রভাতে রাজার নিকট উপস্থিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূরা, তুমি এত সকালে?" মূরা বলিলেন, "মহারাজ, আজ আমার সেই উত্তর দিবার দিন।" রাজা বলিলেন, "ও, বুঝিয়াছি, বলত

তুমি সেদিন কেন হাসিয়াছিলে?" মূরা মন্ত্রীর উপদেশ-মত উত্তর বিবৃত করিলেন। রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া মূরাকে বর দিতে চাহিলেন। মূরা এই সুযোগে মন্ত্রি-কথিত বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা দেখিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রীর আর কেহ নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাকে মুক্তি দিলে কোন ক্ষতি নাই। তাই তিনি মূরার প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন।

## চন্দ্রভাসের মুক্তি

চন্দ্রভাস আজ মুক্ত। তাই আকুলি বিকুলি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাকে বাধা দিবার আর কেহ তিনি দেখিতেছেন না। বাধা নাই বলিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের ধারা যেন বদ্‌লাইয়া গেল। তাই তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়-ভাব মগধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যম প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, তাঁহার যৌবন যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার ঠিক্ প্রতিহিংসা জাগিয়াছিল না, সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি এমন ভাবে কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন যে, তিনি নিজকে নিজে বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারিতে-ছিলেন না। তাঁহার সদাই মনে হইতেছিল, নন্দবংশ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে।

## নন্দ-গণের রাজ্য লাভ

বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ নন্দ নয় পুত্রের উপর রাজ্য ভার দিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেনাপতি হইলেন বটে, কিন্তু এই নন্দরাজগণ তাঁহাকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। তাঁহাদের চেয়ে চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তি অনেক বেশী ছিল। একদিন তাঁহারা কোন কৌশলে চন্দ্রগুপ্তকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কারাগারটী ছিল মাটীর নীচে, ভয়ঙ্কর অন্ধকার; হাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। আলো যে সেখানে ছিলনা, সেকথা না বলিলেও চলে। চন্দ্রগুপ্ত কিছুদিন সেই কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন এবং কিরূপে এই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

## বুদ্ধি-পরীক্ষা

একদিন সিংহলের রাজা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া এক মোমের সিংহ নন্দরাজগণের বুদ্ধি-পরীক্ষা করিবার জন্য মগধে প্রেরণ করেন। দূতের মুখে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে নন্দরাজ্যে এমন কোন চতুর লোক আছে কিনা যে খাঁচার দরজা না খুলিয়া অথবা খাঁচা না

ভাঙ্গিয়া সিংহটী বাহির করিতে পারে। নন্দরাজগণ ত একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কেহ কিছু ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় মন্ত্রী রাক্ষস সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখ রাজকুমারগণ, তোমরা সামান্য কারণে এত উতলা হইতেছ কেন? দূতের দ্বারা সিংহল রাজ তোমাদের নিকট যে সিংহটী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা বাহির করিয়া আনিবার উপযুক্ত লোক তোমাদের ভাইদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি চন্দ্রগুপ্ত। তোমরা তাঁহাকে বিনাপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ। সেই বুদ্ধিমান চন্দ্রগুপ্ত তোমাদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তাঁহার অভাবে তোমাদের এ রাজ্য রাজ্য নহে, শ্মশান। তাই বলি, তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সসম্মানে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আইস, তাহা হইলে তোমরা সিংহল রাজের প্রেরিত সিংহসম্বন্ধীয় সমস্যার মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারিবে।" মন্ত্রী রাক্ষসের কথায় নন্দরাজগণ চন্দ্রগুপ্তকে সসম্মানে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিলেন। নন্দরাজগণ চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন, "ভাই, আমরা না বুঝিয়া তোমার সহিত যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্য ক্ষমা কর। আর দেখ, আমাদের সমূহ বিপদ্। সিংহল-রাজ এমন একটী সিংহ পাঠাইয়াছেন, যাহা দরজা না খুলিয়া বা

খাঁচা না ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে হইবে। ইহা না পারিলে, আমাদের গৌরব নষ্ট হয়। এখন ভেদাভেদ ত্যাগ করিয়া যাহাতে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, সেই চেষ্টা কর।" চন্দ্রগুপ্ত সহাস্য বদনে নিজের অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "চল ভাই, যেখানে সিংহটী আছে সেখানে যাই।" চন্দ্রগুপ্তের কথা শেষ হইতে না হইতে, যেখানে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহটী ছিল সেখানে সকলে উপস্থিত হইলেন। মেধাবী চন্দ্রগুপ্ত পিঞ্জরাভ্যন্তরের সিংহটী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, যে সিংহটী মোম দিয়া তৈয়ারি করা। তাই তিনি একটী লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ সিংহটীকে গলাইয়া বাহির করিয়া আনিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্যকৌশল দেখিয়া উপস্থিত জনতা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

## চন্দ্রগুপ্তের পলায়ন

চন্দ্রগুপ্ত মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপর যে ঘোর অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি অন্তরগৃহ ( কারাগৃহ ) হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাদের সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে

দেবতার ন্যায ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয, বুদ্ধি প্রভৃতি রাজোচিত লক্ষণ সমুদায বর্ত্তমান ছিল। যে গুণেতে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজ্য সুচারুরূপে শাসন করিতে পারিযাছিলেন, সেই সকল গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। মগধের প্রজাগণ নন্দরাজগণকে শুধু ভয করিযা চলিত কিন্তু শ্রদ্ধা করিত চন্দ্রগুপ্তকে। ইহা দেখিয়া নন্দরাজগণ ঈর্ষাপরাযণ হইয়া পুনরায তাঁহার বধের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজগণের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিযা গোপনে গ্রীকরাজ আলেকজেণ্ডারের আশ্রয প্রার্থী হইয়া পঞ্জাবে পলাযন করেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ *

## কুশ-বংশ-ধ্বংস ও চন্দ্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ

বিবাহ বন্ধের কিছুদিন পরে চাণক্য একদিন মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বহুসংখ্যক কুশ তাঁহার নয়নগোচর হইল। এই কুশ-দর্শনে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এই কুশ আমার বংশ নাশ করিয়াছে, আজ আমি এই কুশবংশ সমূলে নির্ম্মূল করিব। এই বলিয়া চাণক্য কুশ উৎপাটিত করিয়া তাহার মূলে মধু প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রভাস সেই সুবৃহৎ ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, যে মাঠের উপর খর্ব্বাকৃতি কোটরগত চক্ষু মসীনিন্দিতবর্ণ এক যুবক ব্রাহ্মণ কুশ উৎপাটন করিয়া তাহার মূলে মধু প্রদান করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই ব্রাহ্মণের নাম চাণক্য। চন্দ্রভাস আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি কুশোৎপাটন করিতেছ কেন?"

---

* মুদ্রারাক্ষস হইতে সংগৃহীত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি নিজের বিবাহের জন্য অতি কষ্টে একটী পাত্রী ঠিক্ করিয়া দুই একজন গ্রাম্য লোক সমভিব্যাহারে বিবাহ করিতে যাইতে ছিলাম, পথিমধ্যে এই কুশ আমার পদ হইতে রক্তপাত করিয়া আমার বংশরক্ষায় বিঘ্ন ঘটাইল। অতএব আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। এই কুশবংশ সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ছাড়িব।" চন্দ্রভাস দেখিলেন, এই প্রতিহিংসা-পরায়ণ তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ কি অটুট সংকল্প লইয়া এই অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে! কুশের মূলে মধুপ্রদানের অর্থ এই যে মধুলোভে পিপীলিকাকুল আসিয়া কুশের মূল নষ্ট করিবে। এই কার্য্য অতীব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। চন্দ্রভাস স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই যুবককে সহকারী করিবে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি রাজমন্ত্রী চন্দ্রভাস। ব্যস্ত হইও না, আমি তোমাকে কুশবংশ ধ্বংস করিতে সাহায্য করিব। তুমি আমার সহিত আগমন কর।" চাণক্য চন্দ্রভাসের অনুগমন করিলেন। চন্দ্রভাস চাণক্যকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণধী চাণক্য অল্পায়াসেই সমস্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে স্বল্পকাল মধ্যেই চাণক্য একজন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

চাণক্য তাঁহার পাঠদ্দশায়ই প্রভূত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপে তাঁহার

অসামান্য ধীশক্তি, দৃঢ় অধ্যবসায়, গভীর বিবেচনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

## বুদ্ধির পরিচয়

একদিন এক বৃদ্ধা একটী গাছের গুঁড়ি দেখিয়া তাহার কোন্ পাশটা উপরের দিকের, কোন্‌টা বা নীচের দিকের তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইল, কিন্তু অনেক ভাবিয়াও উহা স্থির করিতে পারিল না। অনেকের নিকট সে তাহার এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত হইল, কেহই তাহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারিল না; এমন কি রাজাও পারিলেন না। সুবিজ্ঞ রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বৃদ্ধার প্রশ্নের ঠিক্ উত্তর দিতে পারিলেন না। অতঃপর বৃদ্ধা ভাবিল, পণ্ডিত চন্দ্রভাসের গৃহে যাই, তিনি নিশ্চয়ই ইহা নিরূপণ করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়া সে চন্দ্রভাসের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রভাসের অধ্যয়নাগারে চাণক্য বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নটি জানাইল। চাণক্য ক্ষণমাত্র বিবেচনা না করিয়া গুড়িটি লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার যেদিক্ বেশী ভারী সেইদিক্ নীচে পড়িল, এবং যেদিক্ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা সেদিক্ জলের উপরে রহিল। তখন

চাণক্য বলিলেন, "যেদিক জলে ডুবিয়াছে, ঐটাই গোড়ার দিক্, আর যেটা উপরে ভাসিতেছে সেইটাই উপরের দিক্।" বৃদ্ধা বিস্মিত হইল।

যে প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারিল না, অনেক চিন্তা করিয়াও অনেক পণ্ডিত যাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই, রাজা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, মহাজ্ঞানী রাক্ষস পর্য্যন্ত যাহার সমাধান করিতে অসমর্থ হইলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে, চিন্তা করিবার অবসর মাত্র না লইয়া তাহার উত্তর দিলেন কে? দরিদ্র, অজ্ঞাত, কদাকার চাণক্য; তখন তিনি পাঠার্থী নবীন যুবক মাত্র। উত্তরকালে যাঁহার তর্জ্জনী-হেলনে একটা সুবিশাল সাম্রাজ্য চলিযাছে, যাঁহার অসীম বুদ্ধিবলে একটা রাজবংশ মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়াছে, সোনার রাজদণ্ড অকস্মাৎ অত্যাচারীর হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, যাঁহার অগ্নি-চক্ষুর সম্মুখে লক্ষ লক্ষ লোক শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে,—প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার অসাধারণতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল।

## শ্রাদ্ধ কার্য্যে

চন্দ্রভাস দেখিলেন এই লোকই নন্দবংশ ধ্বংস করিবার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি এই ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দরাজ মহানন্দের সহিত

তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। রাজা চন্দ্রভাসের আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধমন্ত্রী চন্দ্রভাস, আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি, একজন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা।" চন্দ্রভাস বলিলেন, "মহারাজ, সেজন্য চিন্তা কি? আমার নিকট সুযোগ্য ব্রাহ্মণ আছে, তাহার দ্বারা আপনার পিতৃশ্রাদ্ধ সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইব।" চন্দ্রভাস ভাবিলেন, "যদি অপমানের শোধ লইতে হয়, তবে চাণক্যের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে।" তাই তিনি আগ্রহের সহিত চাণক্যকে বলিলেন, "আগামী অমাবস্যার দিন নন্দরাজগণের পিতৃশ্রাদ্ধ হইবে। তাঁহাদের আদেশে তোমাকে প্রধান পুরোহিতের আসনে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি সেই দিন গিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবে।"

## প্রতিজ্ঞা

নির্দ্দিষ্ট দিনে চাণক্যপণ্ডিত পাটলীপুত্রের রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রভাস তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতের আসনে বসাইলেন। রাজগণ আসিয়া প্রধান পুরোহিতের আসনে কদাকার এক ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে চটিয়া লাল। নন্দরাজগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "নেমে এস ব্রাহ্মণ, ঐ আসন তোমার নয়।" চাণক্য এমনি ব্রাহ্মণ ছিলেন যে, তিনি রাজার

রক্তচক্ষু দর্শনে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। চাণক্য আসনে বসিয়াই রহিলেন। শেষে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শিখা ধরিয়া টানিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। অপমানে, ঘৃণায়, ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের এতদূর স্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণের প্রতি এতদূর তাচ্ছিল্য! আচ্ছা, দেখে নিও মহারাজ, ব্রাহ্মণ আজও মরে নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট অপমানিত হইতে আসে নাই। আজ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন এই নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়কে এই সিংহাসনে না বসাইতে পারি, ততদিন এই শিখা বন্ধন করিব না।" এই বলিয়া চাণক্য প্রাসাদ হইতে সবেগে প্রস্থান করিলেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## গ্রীক-যুদ্ধ-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ। *

নন্দরাজগণের ভয়ে চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তভাবে পঞ্জাবে মাসিডন-অধিপতি আলেকজেণ্ডার যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই স্থানে গিয়া রহিলেন। বুদ্ধিমান চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের কার্য্যাবলী গুপ্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, আলেকজ্যাণ্ডারের যুদ্ধকৌশল, ব্যূহরচনা ও অস্ত্রচালনা এত সুন্দর যে তাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিলে তিনি মগধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইতে পারিবেন। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, আলেকজ্যাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি সেলুকস্ অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোমল স্বভাবও আছে। এই দেখিয়া তিনি সেলুকসের সহিত কি করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, সেনাপতি সৈলুকস্ তাঁহার শিবিরে তাঁহার পরমাসুন্দরী ষোড়শী কন্যাকে লইয়া খেলা করিতেছেন। এই অবকাশে চন্দ্রগুপ্ত ইহাই উপযুক্ত

* Greek History হইতে সংগৃহীত

সময় মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসে ভর করিয়া সেলূকসের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেলূকস্ অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ তিনি এক অপরিচিত পরম সুন্দর বিদেশী যুবককে সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি চাও?"

## সেলূকসের সাহায্য প্রার্থনা

চন্দ্রগুপ্ত সেলূকসের ভাষা বুঝিলেন; কারণ, তিনি অনেক দিন হইতে গ্রীক বাহিনীর ব্যূহবচনা ও রণকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি অতি গোপনে কোন সেনানায়কের নিকট হইতে গ্রীক ভাষা স্বল্প আয়াসেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত; আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; তাই তাহারা সিংহাসন অধিকার করিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দেন, তবে আমি ভ্রাতৃগণের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারিব এবং তাহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিব।"

সেলুকস্ তাঁহাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট থাকিয়া রণকৌশল শিখিতে লাগিলেন; দিন দিন তাঁহার সমর-চাতুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

## প্রীতি-আকর্ষণ ও গ্রীক-প্রথার যুদ্ধ শিক্ষা

চন্দ্রগুপ্ত যেমন বিনয়ী, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন। সেলুকস্ তাঁহার কার্য্যকলাপ, বুদ্ধি-বিদ্যা, শৌর্য্যবীর্য্য এবং অন্যান্য গুণাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। সেলুকসের কন্যাও তাঁহার রূপে-গুণে মুগ্ধা এবং আকৃষ্টা হইতেছিলেন; ক্রমে দুইজনের মধ্যে প্রীতি জন্মিল। সেলুকস্ তাহা বুঝিয়াও কিছু বলিতেন না, কারণ তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি মুগ্ধ ও স্নেহ-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের আশ্রয়ে থাকিয়া গোপনে সমস্ত যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়া রণনিপুণ হইলেন; সেকথা মাসিডন্-ভূপতি বা অন্য কেহ জানিতে পারিলেন না।

## বিদায়

কিছুদিন পরে গ্রীক্ সৈন্যের হীরাট যাইবার সময় উপস্থিত হইল। সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, “তুমি এখন সমস্ত রণকৌশল আয়ত্ত করিয়াছ; এখন তুমি রাজ্যোদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইতে পার। কাল

আমাদের হীরাট যাইবার দিন। তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি এবং সমস্তই শিক্ষা দিয়াছি ; এখন তোমার কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা কর।"

ক্রমে আলেকজ্যাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধশিক্ষার বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং কথাবার্ত্তায়, কাজকর্ম্মে তাঁহার বীরত্ব, সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি গুণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাকে রাজ্যোদ্ধার করিতে উৎসাহও দিলেন।

## মলয়কেতুর সহিত বন্ধুত্ব

চন্দ্রগুপ্ত উৎসাহের আবেগে অধীর হইলেন। কি করিয়া তিনি রাজ্যোদ্ধার করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পর্ব্বতকের কথা মনে পড়িল। তিনি ম্লেচ্ছ দেশীয় রাজা পর্ব্বতকের নিকট গমন করিলেন।

পর্ব্বতকের (অর্থাৎ মলয়াধিপতির) পুত্র মলয়-কেতুর সহিত চন্দ্রগুপ্ত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই মলয়কেতুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিল।

মলয়কেতু বলিলেন, "যুবরাজ, আমি থাকিতে আপনার চিন্তা কি? এ গৃহ আপনার গৃহ বলিয়াই মনে করিবেন। আমি প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য

করিব। আমার পার্ব্বত্য সৈন্য আপনার জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। আপনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "তাহাদিগকে আমি গ্রীক্ সামরিক প্রথা শিখাইব, তাহাদের দ্বারা এক অজেয় বাহিনী সংগঠন করিব।"

মলয়কেতু নন্দরাজ মন্ত্রী রাক্ষসের কথা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস অতিশয় বুদ্ধিমান।"

চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রভাসের জ্ঞান-বুদ্ধির কথা অবগত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "আমি বৃদ্ধমন্ত্রী চন্দ্রভাসের সাহায্য প্রার্থনা করিব। শুনিয়াছি তিনিও অতিশয় বুদ্ধিমান; তিনি নাকি মূর্খ চাণক্যকেও বুদ্ধিমান পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

## চাণক্যের সন্ধান

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য পণ্ডিতকে আনিবার জন্য বৃদ্ধমন্ত্রী চন্দ্রভাসকে প্রেরণ করিলেন। চন্দ্রভাস চাণক্যের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে উত্তমরূপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া আমার সহিত আইস।"

চাণক্যের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; চক্ষুর্দ্বয়

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধ্বংস-যজ্ঞ প্রজ্বলিত করিবার ইন্ধন পাইয়া তিনি আজ আনন্দিত, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চক্ষে আজ এত দীপ্তি!

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মূর্ত্তি দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বপ্নাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বন্ধন-মুক্ত দীর্ঘ শিখা, কৃষ্ণবর্ণ দেহ,—মুখে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় একটা দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে আবার অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, যেন মেঘের উপরে চকিত বিদ্যুত-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল! শীর্ণদেহ-খানি একবার কম্পিত হইয়া উঠিল, আবার স্থির হইল।

চাণক্য অগ্রসর হইলেন; ললাটে গভীর রেখা, নেত্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, মুখে শঙ্কাহীন কূটবুদ্ধির অদ্ভুত হাস্য! চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করিলেন।

## প্রতিশোধ

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। চাণক্য তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমার আদেশ মত কার্য্য করিতে পারিবে? যদি

পার, তবে তোমাকে আমি আবার সিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারি, এ অত্যাচারী রাজবংশের অবসান ঘটাইতে পারি। যদি পার, তবে প্রস্তুত হইতে থাক। ব্রাহ্মণের অগ্নিতেজে অন্যায়কে ভস্ম করিব, অত্যাচারকে দগ্ধ করিব, অত্যাচারীর রক্তধারায় তাহার পাপ-কালিমা বিধৌত করিব।”

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের আদেশ পালনে সম্মত হইলেন। চাণক্য জ্বলন্ত বিদ্যুতের মত তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## যুদ্ধের আয়োজন

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখে কালের সংহার-মূর্ত্তি। চাণক্য সেই মূর্ত্তির সহিত খেলা করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতুকে পাইয়াছেন। তাই তাঁহার এত আনন্দ। চাণক্য যুদ্ধের জন্য আরও অনেক ক্ষুদ্র রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মগধরাজ নন্দদের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য চাণক্য অনেক গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। চাণক্য মনে যে কথা ভাবিতেন, বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপ অতি অদ্ভুত, কেহ তাঁহার কোন কার্য্য কখনও বুঝিতে পারিত না।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, "বৎস, প্রস্তুত হও। নন্দরাজমন্ত্রী রাক্ষস বিশেষভাবে আমাদের পরাস্ত করিবার জন্য তৎপর। আমি জানি, রাক্ষস খুব বুদ্ধিমান। তাঁহার রাজনীতি জ্ঞান খুবই আছে। তাঁহাকে আমরা দেখাইব যে আমাদের শক্তি কত বড়। তুমি তোমার বন্ধু মলয়কেতুকে লইয়া ম্লেচ্ছ সৈন্যদিগকে শিক্ষা দাও।

তোমরা তোমাদের সৈন্য লইয়া একটী ব্যূহ রচনা কর। ব্যূহ এমন হওয়া চাই যে সহজে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া কিছু না করিতে পারে। তুমি তোমার ব্যূহ হইতে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে সৈন্য রাখিয়া দাও। তাহার সঙ্গে সঙ্গে খুব চতুর চর প্রেরণ কর। শত্রু-পক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র তোমার নিকট যেন সেই সংবাদ অবিলম্বে লইয়া আইসে। যে সংবাদবাহী তোমার নিকট সংবাদ বহন করিয়া আনিবে সে বিশ্বাসী হওয়া চাই।"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "আমি নানাস্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা সকলেই বিশ্বাসী; আর প্রত্যেক ঘাটিতে ঘাটিতে গুপ্তভাবে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। আপনার কথামত কার্য্য অগ্রেই সম্পন্ন করিয়াছি। এখন আমি আর মলয়কেতু পর্ব্বতকের নিকট গিয়া অন্যান্য রাজগণকে বশ করিবার চেষ্টা করি।" এই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য ক্ষুধিত রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত যুদ্ধের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিহিংসার উন্মাদনায় তাঁহার চিত্ত ফেনিল হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি তাঁহার শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, বৃদ্ধমন্ত্রী চন্দ্রভাস কোথায়? তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া

এখানে লইয়া আইস।” শিষ্য শার্ঙ্গরব চাণক্যের কথা-মত চন্দ্রভাসকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। চাণক্য চন্দ্রভাসকে সম্মানের সহিত বলিলেন, “গুরুদেব, এখন সময় উপস্থিত, বিশেষ চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। রাক্ষস একদিন আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে, সেই রাক্ষস আজও নন্দরাজগণের হর্ত্তাকর্ত্তা।” চন্দ্রভাস বলিলেন, “চিন্তা নাই, তুমি একাই রাক্ষসের সকল প্রভাব নষ্ট করিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক্।” এই বলিয়া চন্দ্রভাস সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

## চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাধিকার-চেষ্টা

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য একটী বিশ্বাসী চর প্রেরণ করিলেন। সেই চর চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্যের সকল কথা নিবেদন করিল। স্বরাজ্য উদ্ধার করিবার আশায় চন্দ্রগুপ্ত নন্দশক্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শক্তি-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত কতিপয় রাজন্য-বর্গের সহিত যোগদান করিলেন। তিনি যথা সময়ে এই সংবাদ চাণক্যকে জ্ঞাপন করিলেন; এবং চাণক্যের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য অধিকাংশই নূতন; তাহাদিগকে তিনি গ্রীক্ প্রথায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়

ম্লেচ্ছাধিপতি স্বয়ং পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ-ভাবে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া চাণক্যের সহিত বিশেষ-ভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং চাণক্যের আদেশে একটা জঙ্গল আবাদ করিয়া তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

## চাণক্যের কৌশল

এই সময় চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত মলয়কেতুর বন্ধুত্ব গাঢ় করাইবার জন্য মলয়কেতুর ভগ্নীর সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ম্লেচ্ছরাজ প্রীত হইয়া বিশেষভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

## চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক

যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যে, চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য, জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিষেকের উপচার সহ গুরু চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। চাণক্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে নন্দবংশ ধ্বংস না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

গুরুর অপমানের প্রতিশোধ তিনি লইবেনই। তাঁহার অধীরতা দর্শন করিয়া তদীয় মাতা মুরা আপনার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা চাপা দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরিশেষে চন্দ্রগুপ্ত ইহাকে বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### ধর্ম্ম-পালন

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নিকট স্বধর্ম্ম পালন করিতে এমন শিখিয়াছিলেন যে তিনি সর্ব্বদা সেই কার্য্যে তৎপর থাকিতেন। লোকসেবা, দেশের উন্নতি-সাধন তিনি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। শরণাগতকে ক্ষমা করিবার উপযুক্ত ঔদার্য্য হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন, রমণীদিগের অবমাননা তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবন তুচ্ছ করিয়াও নারীর সম্ভ্রম-রক্ষা করিতে তিনি সতত প্রস্তুত ছিলেন।

### নন্দরাজগণের সহিত যুদ্ধ

চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রায় একমাসকাল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে নন্দরাজগণের সৈন্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের নন্দদের জন্য একটা চিন্তা আসিল। যে নন্দগণ রাজা ছিল, রাজত্ব হরাইলে তাহারা কি করিবে? চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের এইরূপ দুর্ব্বলতা দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার দুর্ব্বলতা আমি লক্ষ্য

করিয়াছি। এই মানসিক দৌর্ব্বল্য মনুষ্যকে অলস এবং স্বধর্ম্ম পালনে বিমুখ করিয়া তোলে। কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এরূপ দৌর্ব্বল্যেব অধীন হওযা অনিষ্টকর। সুতরাং এইভাব পবিত্যাগ করিযা বীরের মত যুদ্ধে অগ্রসর হও।”

## নন্দের প্রাণ-ভিক্ষা

চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে অগ্রসব হইলেন। অতর্কিত ভাবে আক্রমণ কবিয়া নন্দগণকে তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন। ক্ষত্রিয়োচিত অনুপ্রাণনা আবার তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। স্বাভাবিক দার্ঢ্যসহকাবে তিনি নন্দকে প্রতিহত করিলেন। তাঁহার অপবিসীম সাহস দেখিয়া নন্দসৈন্যগণ স্তব্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সৈনিকগণ ভূশায়ী হইতে লাগিল। পরিশেষে চন্দ্র-গুপ্তের তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল। চন্দ্রগুপ্ত অসির আঘাতে নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, নন্দ হস্তদ্বাবা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, “ভাই, আমার ভাইদের তুমি হত্যা করিয়াছ, আমাকে আর হত্য করিও না। তুমি ভাই, তোমার নিকট আমি আজ প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি।”

চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। ইত্যব-

সরে নন্দের অবশিষ্ট সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সেই মুহূর্ত্তে প্রথমে মলয়কেতু পরে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল।

ঠিক্ এই সময়ে চাণক্যকে দেখা গেল। তিনি কহিলেন, "নন্দকে বধ করিও না, বন্দী কর।" নন্দ বন্দী হইলেন।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে বলিলেন, "গুরুদেব, এখন তো নন্দের কোন ক্ষমতা, কোন সম্পদ্, বা কোন অধিকার নাই, এখন তো সে আর কোন অপকার করিতে পারিবে না, এখন তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে ভাল হয় না?"

## নন্দরাজকে হত্যা

চাণক্য তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "কঠোরতাকে বর্জ্জন করিয়া রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধন করা একপ্রকার অসম্ভব। ছল-চাতুরী, হিংসা, উত্তেজনার সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আবশ্যক মত হত্যা, কুটিলতা অবলম্বন না করিলে রাজনীতি চলে না। অনেক সময় হয়ত শত্রুকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহাকে হত্যা করিতে হয়। সুতরাং হৃদয়ে কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। নন্দকে বধ করিতে হইবে।"

চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কাহারও কথা না শুনিয়া চাণক্য নন্দরাজকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

## চাণক্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

চাণক্য চিরকালই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রাণে একটা প্রবল উন্মাদনা আসিয়াছিল। উহা বিচারশক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র নহে। তাঁহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে এই যে অদম্য উত্তেজনা, ইহাও দিশাহারা অন্ধবেগে বহিতে পারে নাই; তীক্ষ্ণ বিবেচনা-শক্তিদ্বারা বিধৃত এই প্রতিশোধ-স্পৃহা তাঁহাকে উদ্দেশ্য সাধনের পথে লইয়া গিয়াছিল। উত্তেজনাকে তিনি বিবেচনা-শক্তিদ্বারা সংহত করিতে জানিতেন। আবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল অপরাজেয়, সে ইচ্ছাকে কেহ বশীভূত করিতে পারিত না। এইরূপ দুর্দ্দম ইচ্ছা-শক্তি না থাকিলে কেহ কখনও "মন্ত্রের সাধন" করিতে পারে না, উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই ইচ্ছাশক্তি বলেই তিনি জগতের অদ্বিতীয় চিন্তাবীর বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। এই শক্তিতেই সামান্য ব্রাহ্মণ-সন্তান রামদাস শিবাজীর দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এইরূপ দৃঢ়

প্রতিজ্ঞতাই মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলে। এইরূপ তেজস্বিতাই পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। পরের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গই প্রকৃত যজ্ঞ। এই যজ্ঞকেই মনীষীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া থাকেন। মহাত্মা চাণক্য এই যজ্ঞের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অন্ধ পাগলামি নয়। ইহা বীরের বীরত্ব; ইহাই সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির বীরত্বের আদর্শ হওয়া উচিত।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## মগধের বিদ্রোহ

নন্দবংশেব পতন ও মৌর্য্যদের সিংহাসনে আরোহণ বিষয়ে সঠিক্ বিবরণ জানা যায় না। মগধের বিদ্রোহেব অনেক ঘটনা মুদ্রারাক্ষস নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহার অনেক কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে; কেন না, মুদ্রারাক্ষস প্রকৃত ঘটনার সাতশতাব্দী পরে রচিত নাটক। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেব শেষ বাজার নীচবংশোদ্ভুতা পত্নীব গর্ভজাত সন্তান। বাবিলনে আলেক্‌জাণ্ডাবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার (চন্দ্রগুপ্তের) ব্রাহ্মণ গুরু বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য বা চাণক্যের উপদেশে উত্তব ভারতীয়দের সহায়তায়, চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধু-তীরে মাসিডনের সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করেন। মগধের বিদ্রোহ—মাসিডনীযদের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্বে কিম্বা পরে হয়, তাহা সঠিক্ জানা না গেলেও, ইহা নিশ্চয় যে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন করতঃ চন্দ্রগুপ্ত ভারতে বহুকাল পরে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

## সেলুকসের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি

আলেক্‌জাণ্ডার ভারত পরিত্যাগকালে রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়ায় সেনাপতিদের মধ্যে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। এশিয়ার সাম্রাজ্যের জন্য—অ্যান্টিগোনাস্ ও সেলুকস দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন। পরিণামে সেলুকস্ জয়ী হ'ন। ইতিহাসে তিনি সিরিয়ার রাজা Selukots Nikator নামে পরিচিত। আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক বিজিত ভারতের প্রদেশসমূহ পুনরাধিকারের আশায় তিনি সিন্ধু অতিক্রম করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিতে অভিলাষী হ'ন; কিন্তু পঞ্জাবের কোন স্থলে পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন। সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে Paropanisadai, Aria, Achrosia, Gedrosia অর্থাৎ কাবুল, হিরাট্ কান্দাহার বেলুচিস্থান ছাড়িয়া দেন। এবং ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন।

## মেগাস্থিনিস্

ভারতবর্ষ ও সিরিয়ার মধ্যে এই সন্ধি বহুকাল অব্যাহত থাকে ও কিছুদিন পরে সেলুকস্,—মেগাস্থিনিস্

নামক জনৈক দূতকে পাটলীপুত্রে পাঠা'ন। তিনি পূর্ব্বে Achrosiaয় (কান্দাহারে) ছিলেন। তাঁহার অবসর সময়ে তিনি তৎকালীন ভারতের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। ইহার সর্ব্বাংশ এখন না পাওয়া গেলেও, এই বহুমূল্য পুস্তকখানির অনেকস্থলই অন্যান্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইযাছে। কতকগুলি অবিশ্বাস্য প্রবাদ লিপিবদ্ধ থাকাতে কেহ কেহ উহাব প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ কবিলেও তাঁহাব প্রদত্ত বিবরণীই তৎসমযেব ঘটনাবলিব একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান বলিযা গৃহীত হইয়া থাকে।

## চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য

তাঁহাব চব্বিশ বৎসব ব্যাপী রাজত্বের বাজনৈতিক ঘটনার আর বিশেষ কিছু জানা যায না। ২৯৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে যখন তাঁহাব রাজত্বেব শেষ হয়, তখন যে নর্ম্মদাব উত্তবে সমগ্র ভাবত ও কান্দাহার তাঁহাব অধীনে ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাবে। হয়ত দাক্ষি-ণাত্যেও তিনি বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। মহীশূরে প্রবাদ আছে যে নন্দবংশ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব কবিত। চন্দ্রগুপ্ত খুব নিষ্ঠুর ও কঠোর প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী চাণক্যের রাজনীতিতে নৈতিক বাধা বলিয়া কোন জিনিষ

ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে জৈনদের মতানুসারে তিনি জৈন ছিলেন এবং পরিশেষে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন।

## মৌর্য্য শাসন

নন্দরাজ্যের আয়তন বৃহৎ ছিল এবং 'অর্থশাস্ত্রে' বর্ণিত প্রণালীতে শাসিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের রাজকোষ সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। সময়ে সে রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হইলেও শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন নাও হইয়া থাকিতে পারে। তবে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার দক্ষ মন্ত্রীর পরিচালনে রাজ্য-শাসন-প্রণালী নিশ্চয়ই অধিক-তর সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। আবুল ফজলের আইন্-ই আকবরী হইতে আকবরের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার সময়ে Civil দেওয়ানী বিভাগ ছিল না। বিচার বিভাগের ২।৪ জন ব্যতিরেকে পাচক হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত সেনা বিভাগীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু মৌর্য্য-শাসন-প্রণালী অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। মৌর্য্যদের একটী রীতিমত দেওয়ানী বিভাগ ( regular civil administration ) ও বিশাল স্থায়ী সৈন্য বাহিনী ( Huge standing army ) ছিল। এই

বাহিনী আকবরের সৈন্য বাহিনী অপেক্ষা বলশালী ছিল। আকবরের বাহিনী পর্ত্তুগীজদের নিকট পরাস্ত হয়। মৌর্য্য-বাহিনী সেলুকসকে পরাভূত করে। দূর-বর্ত্তী প্রদেশ ও অধীন কর্ম্মচারীদের উপর মোগলদের অপেক্ষা মৌর্য্যদিগের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদেব ন্যায় গুপ্তচর বিভাগ আকবরের ছিল না। অশোকের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাসন-প্রণালীতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

## পাটুলীপুত্র

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র শোণনদের উত্তর দিকস্থ তীরে ৯ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রশস্ত ছিল। ইহার অধিকাংশ বর্ত্তমান পাটনা, বাঁকীপুর ও কয়েকটী গ্রামের নামে পরিচিত; আরও পূর্ব্ববর্ত্তী কুসুমপুর বোধ হয় পাটলীপুত্রে মিলিত হইয়াছিল। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কারণ এই স্থানটী আত্মরক্ষার জন্য অতি প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রাদিষ্ট। বর্ত্তমান পাটনায় সে সুবিধা নাই, সঙ্গম এখন দীনাপুরে দুর্গের নিম্নে আছে। ৬৪টী সিংহদ্বার ও ৫৭০টী স্তম্ভযুক্ত সুবৃহৎ কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত ছিল ও প্রাচীরের বাহিরে শোণের জলে পরিপূর্ণ পরিখা ছিল।

প্রাসাদ খুব জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত ছিল। সমস্ত জগতের বিলাস সামগ্রীতে প্রাসাদ পরিপূর্ণ ছিল। রাজকীয় প্রধান ক্রীড়া প্রমোদাদি ছিল শীকার, রথাভিযান, ও পশুদের সহিত মল্লযুদ্ধ। রাজসভায় নর্ত্তকী থাকিত। তাহারা রাজার সেবার অধিকারিণী ছিল।

## ইরাণীয় প্রভাব

আলেকজ্যাণ্ডারের আক্রমণ পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ্ ছিল পারসীক রাজ্যের সীমানা; যদিও তৎকালিন রাজগণ দরায়ুসের অধিকৃত ভারত-জনপদ সমূহের শাসন করিতেন বলিয়া মনে হয় না। পারস্য রাজ্যের নিকট-বর্ত্তী হওযাতে পাঞ্জাবের সহিত পারস্যের আদানপ্রদান খুব সম্ভব ছিল ও পারসীক ভাব সমূহ নিশ্চয়ই হিন্দুদের অজ্ঞাত ছিল না। তার কিছু পরে ভারতে যে পারস্যের প্রভাব বেশ বিস্তৃত হইয়া পরিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "খারস্থি"-ভাষা-লিখন প্রণালী হইতে *।

* খারস্থি সীমান্ত প্রদেশের নিকটে প্রচলিত 'আরামেক' ভাষার অংশ বিশেষ। 'আরামেক-প্যালেষ্টাইনের উত্তর পূর্ব্বাংশস্থ দেশের ভাষা।

চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের সহিত পারস্য রাজ-প্রাসাদের সাদৃশ্য প্রভৃতি কারণে বুঝা যায় যে মৌর্য্য-সভায় পার্সী প্রভাব ছিল। ভারতীয় ধর্ম্মের উপর "মাজীয়" প্রভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

## রাজতন্ত্র

ভারতে সাধারণতঃ সম্রাট্ই অপ্রতিহত ভাবে শাসন করিতেন। এমনকি, ব্রাহ্মণেরও রাজার উপর কোন হাত ছিল না। আইনতঃ রাজা কাহারও মত লইতে বাধ্য ছিলেন না, তবে সাধারণতঃ একদল মন্ত্রীর সহ-কারিতায় রাজকার্য্য চালিত হইত। অর্থশাস্ত্রানুসারে ৪ জনের অধিক মন্ত্রী লওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যথেচ্ছাকৃত অত্যাচারে একমাত্র বিঘ্ন ছিল বিদ্রোহ ও গুপ্তহত্যার ভয়। চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহ করিয়া পূর্ব্বরাজ-বংশের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক সাম্রাজ্য লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাকে সারাজীবন সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইত। এমন কি একঘরে দুই রাত্রির অধিক শয়ন করিতেন না।

## চাণক্যের রাজনীতি

সাম, দাম, ভেদ ও দণ্ড—এই নীতি অবলম্বন করিয়া চাণক্য সুশৃঙ্খলে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকে 'ধর্ম্মরাজত্বে'

পরিণত করিয়াছিলেন। যে কৌশলে তিনি মগধ রাজ্যের নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সম্পদ্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল মহাভারতীয় যুগের রাজনীতি। যে রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া চাণক্য ঐ ব্যভিচারী, অত্যাচারী নন্দকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহা নিজেব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে, প্রকৃত সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য। ইহা নন্দকে ব্যক্তিগত ভাবে ধ্বংস করিবার জন্য নহে।

চাণক্য মগধ রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেই নীতি প্রকৃতই রাজনীতি। তিনি মগধ রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য যে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষেপে এখানে সন্নিবেশিত হইল। তিনি মগধ রাজ চন্দ্রগুপ্তকে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজত্ব চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভূপতিগণ প্রথমে আপনার চিত্তকে জয় করিয়া শত্রুবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্তজয় না হইলে অরি বিজয়ের সম্ভাবনা নাই।(১)

## রাজার কর্ত্তব্য *

রাজার কর্ত্তব্য প্রজাপালন; প্রজাপীড়ন নহে। যে রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ মনে করেন, সেই রাজাই

Rhys David's Buddhist India P. 49

প্রকৃত রাজা। রাজা সর্ব্বদা সমস্ত দিকে লক্ষ্য না রাখিলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা, সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। রাজা দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্যাগুলি একটা বাঁধা পদ্ধতি অনুসারে করিবেন। দিনমানকে অষ্টাংশে বিভক্ত করিয়া—

প্রথমাংশে—দ্বৌবারিক নিয়োগ ও আয়ব্যয়ের হিসাব-রক্ষক কর্ম্মচারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ;

দ্বিতীয়াংশে—নাগরিক ও জনপদবাসিগণের কার্য্যাদি দেখিবেন ;

তৃতীয়াংশে—স্নানাহার ও গ্রন্থপাঠাদি করিবেন ;

চতুর্থাংশে—রাজকর গ্রহণ ও অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ;

পঞ্চমাংশে—মন্ত্রীসভার মতামত গ্রহণ করিবেন ;

ষষ্ঠাংশে—বিলাস-সম্ভোগ অথবা সদ্বিষয় চিন্তা করিবেন ;

সপ্তমাংশে—অশ্ব, হস্তী, পদাতিক ও রথ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ;

এবং অষ্টমাংশে—সেনানায়কগণের সহিত যুদ্ধ বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা করিবেন।

সন্ধ্যাকালে তিনি ভগবদুপাসনা ও সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন করিবেন।

রাত্রিকেও দিবাভাগের মত অষ্টাংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

প্রথমাংশে—গুপ্তচরগণের সহিত সাক্ষাৎ;

দ্বিতীয়াংশে—স্নানাহার;

তৃতীয়াংশে—তুর্য্যধ্বনি করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ;

চতুর্থাংশে ও পঞ্চমাংশে—নিদ্রা;

ষষ্ঠাংশে—পুনরায় তুর্য্যধ্বনির সহিত শয্যাত্যাগ করিয়া শাস্ত্রালোচনা ও দিবসের কর্ত্তব্য চিন্তা;

সপ্তমাংশে—শাসন-নীতি সম্বন্ধীয় চিন্তা ও গুপ্তচর প্রেরণ;

অষ্টমাংশে—আচার্য্য, শিক্ষক, ও প্রধান পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ; চিকিৎসক, পাচক ও জ্যোতিষিগণের সহিত সাক্ষাৎ; তৎপর বৃষ এবং সবৎসা গাভী প্রদক্ষিণ করিয়া রাজসভায় গমন ইহাই রাত্রির কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রাজা কখনও বিচারার্থিগণকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করাইবেন না। কারণ রাজা প্রজাবর্গের অগম্য হইয়া উঠিলে প্রজাগণের সহিত রাজার আন্তরিকতা জন্মিবার সুযোগ হয় না এবং নিজে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ম্মচারিবর্গের উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে রাজ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, অশান্তি জন্মে, এবং রাজার, শত্রুর পদানত হইবার সম্ভাবনা জন্মে। পাপী, পুণ্যাত্মা, অনাথ, আতুর,

বৃদ্ধ, বালক সকলের কার্য্য রাজা দেখিবেন এবং যথাযথ বিচারাদি করিবেন।

প্রয়োজনীয় কার্য্য ফেলিয়া রাখা অন্যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় কর্ম্ম রাজা অবিলম্বে করিবেন।

## আত্মরক্ষা

বৈদেশিক বা অপুরস্কৃত ব্যক্তিকে রাজা কখনও স্বীয় পার্শ্বচর বা অন্তঃপুরের কর্ম্মচারীর অধীন সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত করিবেন না। বৈদেশিক কোন ব্যক্তি যদি স্বদেশদ্রোহীও হয় তথাপি তাহাকে ঐকার্য্যে নিযুক্ত করা অনুচিত।

সুরক্ষিত স্থানে প্রধান পাচক রাজার জন্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইবেন এবং সমস্ত খাদ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। প্রথমে অগ্নি ও পরে পক্ষিগণকে আহার প্রদান করিয়া পরে রাজা নিজে আহার করিবেন। যদি অগ্নির ধুম নীলবর্ণ ধারণ করে, তবে বুঝা যাইবে যে খাদ্য বিষাক্ত; অথবা যদি পক্ষিগণ উহা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারায় তাহা হইলেও বুঝা যাইবে যে উহা বিষ-মিশ্রিত। প্রধান পাচককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন খাদ্য বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত না হয়।

চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলেই খাদ্য পরীক্ষা করিবেন।

ঔষধাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষিত হইলে, পাচক, ঔষধ-বাহক ও চিকিৎসক স্বয়ং উহা আস্বাদন করিয়া পরে রাজহস্তে দিবেন। মদ্য ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম পালনীয়।

ভৃত্যগণ স্নান করিয়া ও নিজেদের হস্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বস্ত্র ও প্রসাধন দ্রব্যাদি রাজাকে দিবে। প্রসাধন দ্রব্য দিবাব পূর্ব্বে, তাহাবা হস্তদ্বারা নিজেদের অঙ্গস্পর্শ কবিয়া উহা নির্দ্দোষরূপে পরিষ্কার কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবে। বাহিবের লোক কেহ কোন দ্রব্য প্রদান করিলেও তাহা রাজার হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে ভৃত্য ঐ সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। যে সকল আমোদ-প্রমোদে অগ্নি, অস্ত্র অথবা কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহৃত না হয় তদ্রূপ আমোদ-প্রমোদে বাদ্যকরগণ রাজাকে পরিতুষ্ট করিবে।

নৌচালক বিশ্বাসী হইলে এবং রাজাব আরোহণার্থ তরীর সংলগ্ন অপর একখানি তরী থাকিলে রাজা নৌকায় আরোহণ করিবেন। তাঁহার আরোহণকালে তাঁহার সৈন্যগণ নদীতটে অপেক্ষা করিবে। যে তরণী জলবায়ুদ্বারা নষ্ট হইয়াছে তিনি কখনও তাহাতে আরোহণ করিবেন না।

মৎস্য বা কুম্ভীরশূন্য জলাশয়ে রাজা অবগাহন করিবেন। সর্প, শত্রু ও হিংস্রজন্তু বিবর্জ্জিত বনভূমে

তিনি ভ্রমণ করিবেন। বিদেশীয় রাজার সহিত সাক্ষাৎ-কালে তিনি মন্ত্রিদল কর্ত্তৃক বেষ্টিত রহিবেন।

দস্যু, সর্প ও শত্রুশূন্য বনে গতিশীল বস্তুতে তিনি তীর নিক্ষেপ অভ্যাস কবিবেন।

অস্ত্রশস্ত্রধারী অনুচরবর্গ সহ তিনি সাধুসন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাজা সৈন্য পরিদর্শন করিবেন। রাজার বহির্গমন কালে ও প্রত্যাবর্ত্তন কালে যাহাতে বাজপথের উভয় পার্শ্ব সুরক্ষিত থাকে এবং তথায় কোন অস্ত্রধারী ব্যক্তি, সন্ন্যাসী অথবা খঞ্জ না থাকে তাহা করিতে হইবে।

## জনপদ স্থাপন

বৈদেশিকগণকে নিজরাজ্যে বাস করিতে প্রলুব্ধ করিয়া অথবা নিজরাজ্যের জনবহুল নগর হইতে বাড়্তি লোকদিগকে লইয়া নূতন স্থানে অথবা ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন নগরীতে নূতন নগর স্থাপন করিতে রাজগণ চেষ্টা করিবেন।

একশত কুলের কম না হয়, শূদ্রজাতীয় পঞ্চশত কৃষককুলের অধিক না হয়, এই সংখ্যক লোক লইয়া গ্রাম স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামগুলি এরূপভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে যেন, তাহারা পাশাপাশি থাকিয়া

পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে। বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া গ্রামের সীমানির্দ্দেশ করিতে হইবে।

## দুর্গনির্ম্মাণ

অষ্টশত গ্রামের মধ্যে "স্থানীয়," চতুঃশতের মধ্যে "দ্রোণমুখ," দ্বিশতের মধ্যে "খার্ব্বটিক," ও দশ গ্রামের মধ্যে "সংগ্রহণ" নামক দুর্গ স্থাপন করিতে হইবে। দুর্গে যাহাতে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ছিল এবং দুর্গ প্রবেশকারীদিগকে প্রবেশের পূর্ব্বে 'মুদ্রা' ( Pass Port ) প্রদর্শন করিতে হইত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা ইষ্টকপ্রাচীরের আবেষ্টন এবং অন্তর্দ্দিকে গুপ্তদ্বার থাকিবে। *

## মৌর্য্যবাহিনী †

চিরপ্রথানুযায়ী, চন্দ্রগুপ্তেরও চতুরঙ্গ বাহিনী ছিল ; তাঁহার বাহিনীতে কোন গ্রীক নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায় না। শেষ নন্দরাজের ৮০,০০০ অশ্ব, ২০০,০০০ পদাতিক, ৮০০০ রথ, ও ৬০০০ সমর হস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ৬০০০০০ পদাতিক ও ৯০০০ হস্তী ছিল, তবে অশ্ববল কমিয়া ৩০,০০০ হয়।

---

* অর্থশাস্ত্র হইতে ঈষৎ পরিবর্ত্তন সহকারে উদ্ধৃত।

† অর্থশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত

রথের সংখ্যা জানা যায় না। নন্দের সংখ্যা ধরিলে এবং প্রতি রথে ৫ জন ও প্রতি হস্তীতে ৪ জন করিয়া মানুষ ধরিলে তাহার মোট লোক সংখ্যা হয় প্রায় ৬৩০০০০। মেগাস্থিনিস্ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—বাহিনীর মাহিয়ানা প্রভৃতি রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত।

অর্থশাস্ত্রানুসারে, ভারতীয় বাহিনীর বিভাগ ছিল :— "Squads of ten men, Companies of hundred, and Battalions of thousand' চন্দ্রগুপ্তের বোধ হয় এই নিয়ম ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছিলেন যে, ঐ বাহিনী একটী 'war office' (রণ-সমিতি) দ্বারা পরিচালিত হইত। ৩০টী সভ্য দ্বারা ৬টী পঞ্চায়ত করিয়া নিম্নলিখিত ৬টী বিভাগ করা হয়—

প্রথম বিভাগ :—নৌ-সেনা বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগ:—নির্ব্বাসন, সেনাদলের খাদ্য-সরবরাহ, সৈন্য বিভাগ।

তৃতীয় বিভাগ :—পদাতিক সৈন্য

চতুর্থ বিভাগ :—অশ্বারোহী সৈন্য।

পঞ্চম বিভাগ :—যুদ্ধ-রথ।

ষষ্ঠ বিভাগ :—হস্তী।

এরূপ বিভাগের পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায় না, সুতরাং এরূপ কৌশল উদ্ভাবনের গৌরব চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী চাণক্যেরই প্রাপ্য।

## সজ্জা

চন্দ্রগুপ্তের এই বাহিনী সুসজ্জিত ছিল। প্রতি রণহস্তীতে মাহুত ব্যতীত তিনজন সৈনিক থাকিত; রথগুলি সাধারণতঃ ৪ ঘোড়া অথবা ২ ঘোড়ার হইত। ৪ ঘোড়ার রথে ৬ জন করিয়া রথী থাকিত। প্রতি অশ্বারোহী সৈন্যের গ্রীকদের "সৌনিয়া"র (saunia) ন্যায় ২ খানি করিয় বর্শা থাকিত পদাতিকের প্রধান অস্ত্র ছিল কোমর হইতে ঝুলান একখানি প্রশস্ত তরবার। তদ্ব্যতীত তীর, ধনু, বর্শাও থাকিত। মাটীতে বসিয়া ধনুতে বামপদ দ্বারা জোর দিয়া তীর এত জোরে ছোড়া হইত যে, ঢাল বা চর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে বিদ্ধ হইত। আত্মরক্ষার জন্য মানুষের, ঘোড়া ও হাতীর চর্ম্ম থাকিত। ভার বহনের জন্য গাধা ষাঁড় ও ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। চাণক্যের মতে, প্রতি বাহিনীর পশ্চাতে (ambulance) একদল শুশ্রূষাকারী, চিকিৎসক প্রভৃতি থাকিত।

## রাজনীতি ও বল

কিন্তু মৌর্য্যেরা কেবল মাত্র বাহিনীর উপর নির্ভর করিতেন না। ষড়যন্ত্র, গুপ্তচর, শত্রুবশ, অবরোধ ও আক্রমণ—দুর্গজয়ের জন্য চাণক্যের এই যে পঞ্চনীতি, ইহাই মৌর্য্যশাসন প্রতিষ্ঠার আনুসঙ্গিক (Sudsidiary)

রাজনীতির প্রকৃতি নির্ণয় করে। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা বিনা দ্বিধায় স্থির করিয়াছেন যে, বলপ্রয়োগ অপেক্ষা ষড়যন্ত্র ভাল, কারণ ষড়যন্ত্রী অধিকতর শক্তিশালী রাজাকে পরাস্ত করিতে পারে। অর্থশাস্ত্রের রাজনীতির সহিত ম্যাকিয়াভেলীর (Machiavelli) 'Prince'এ বর্ণিত প্রণালীতে মূলতঃ ঐক্য আছে।

## কবি বাণের অভিমত

কিন্তু অর্থশাস্ত্রবর্ণিত রাজনীতি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কৌটিল্যের কঠোর ও নিষ্ঠুর রাজনীতি যাহাদের পরিচালক, তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া কোন জিনিষ আছে কি? যাদুবিদ্যার অভ্যাসে কঠোর হৃদয় পুরোহিতগণ যাহার শিক্ষক, পরপ্রতারণেচ্ছু-গণ যাহার মন্ত্রী, সহস্র নৃপতিগণের ঘৃণিত, অর্থলিপ্সাই যাহার উদ্দেশ্য, ধ্বংসকর কার্য্যে যে মত্ত, এবং ভ্রাতৃগণের যে হন্তা, তাহার নিকট ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে কি?"

## শাসনের কঠোরতা

রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থনিচয়ে শাসনকার্য্য দণ্ডনীতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং চন্দ্রগুপ্ত যে এবিষয়ে উক্ত গ্রন্থ-সমূহের নীতির অনুমোদন করিতেন তাহা তাঁহার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বেশ বুঝা যায়।

অর্থশাস্ত্র বা গ্রীক কাহিনী পাঠ করিলে জানা যায় যে আর্থিক ও দণ্ডসংক্রান্ত নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলেন, তিনি যখন সম্রাটশিবিরে ছিলেন তখন ৮লক্ষ লোকের মধ্যে দিনে ২০০ drachmaeর (১২০৲) বেশী চুরী হইত না। চোর ধরা পড়িলে চুরির তিন দিনের মধ্যে যদি সে অভিযোক্তার সহিত শত্রুতা আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিত, তবে যাহাতে সে দোষ স্বীকার করে সেই জন্য সাধারণতঃ তাহাকে যন্ত্রণা দেওয়া হইত ; নিয়ম ছিল— "যাহাকে দোষী বলিয়া বিশ্বাস হইবে, তাহাকে যন্ত্রণা দিবে," কিন্তু পুলিস অনেক সময় ইহার অপব্যবহার করিত। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা ১৮ প্রকার শাস্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, আবশ্যক হইলে প্রতিদিন একএক প্রকার বা কয়েকটী এক সঙ্গে প্রয়োগ করিবে। জরিমানা, অঙ্গচ্ছেদ, হত্যা প্রভৃতি বহুতর দণ্ড ছিল। ব্রাহ্মণদের যন্ত্রণা দেওয়া হইত না, কিন্তু ভৎ´সনা ও নির্ব্বাসনের বিধি ছিল। কঠোর হইলেও অন্যায়ভাবে শাসন হইত না।

## নগর রক্ষা ও লোক গণনা

অর্থশাস্ত্র অনুসারে, একটী রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত ও ৪ জন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক শাসিত হইত। রাজধানীর

৪টী শাখা ছিল। ৪০। ৫০টী গৃহস্থের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (গোপ) গণের সহায়তায় প্রত্যেক বিভাগের শাসনের জন্য একজন করিয়া শাসক ছিলেন, ও সর্ব্বোপরি, সমস্ত নগরীর শাসক একজন নাগরিক ছিলেন। নগর কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের এলাকার প্রত্যেকের খবর রাখিতে হইত। গোপদিগকে প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের নাম, ধাম, গোত্র, জাতি, আয় ও ব্যয়ের খবর রাখিতে হইত, ও স্থায়ী 'আদমস্থমারি' স্থিরীকৃত করণ কর্ম্মচারীদিগের একটী কর্ত্তব্য ছিল। অগ্নিবিষয়ক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বিত হইত। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও ঘরে আগুণ দিত, তাহাকে সেই আগুণে নিক্ষেপ করা হইত।

## মিউনিসিপ্যালিটী

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর মিউনিসিপালিটীতে ৬ টী বিভাগ ছিল। ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে তখন কিরূপে এমন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

১ম বিভাগ—শিল্প—শিল্পিগণ বিশেষ ভাবে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং কেহ কোন প্রকারে তাহাদের কার্য্যক্ষমতা নষ্ট করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। শিল্পীদের প্রাপ্য, তাহাদের নিয়মিত

কার্য্য ও বিশুদ্ধ ও উত্তম দ্রব্য ব্যবহার, ইহার পরিদর্শন ও প্রথম বিভাগের মধ্যে ছিল।

২য় বিভাগ—বৈদেশিক সংক্রান্ত কাজ ;—এই বিভাগের কার্য্য ছিল বৈদেশিকদের যাতায়াত, বাস সংস্থান, সম্পত্তিরক্ষা, চিকিৎসা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি বৈদেশিক সংক্রান্ত কায্য ও তাহাদের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে সে সময়ে বৈদেশিকদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল।

বিদেশী আতিথ্যবিভাগ।—কোনও বিদেশী আসিলে তাহার বাসস্থান ও পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য দেওয়া হইত। এই সকল ভৃত্যেরা বিদেশীয়দিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিত। দেশত্যাগ না করা পর্য্যন্ত রাজভৃত্যগণ তাহাদের অনুগমন করিত। কোনও বিদেশীয়ের মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার কোনও আত্মীয়কে দেওয়া হইত। রুগ্ন হইলে বিদেশীয়ের সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা ও মৃত্যু হইলে মৃতদেহের সংকার করা হইত। *

Vide Buddhist India P. 262.

চাণক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তকে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীশূর গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্প্রতি এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী Indian Antiquary নামক পত্রে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

৩য় বিভাগ—জন্মমৃত্যু—'আদমসুমারি' ও "poll-tax" আদায় এই দুইটিই এই বিভাগের কার্য্য ছিল।

৪র্থ বিভাগ—বাণিজ্য—ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পণ্যশুল্ক আদায়, ভারতীয় শাসকগণ এই দুইটী চিরকালই বজায় রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ অর্থশাস্ত্র হইতে পাওয়া যাইবে।

## গুপ্তচর বিভাগ

চন্দ্রগুপ্তের সময়ের 'গুপ্তচরবিভাগ' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তৎকালে মহাভারতীয় যুগের 'গুপ্তচর' প্রণালী অনেকটা অনুসৃত হইত। গুপ্তচরগণ বীর, সাহসী, চিরকুমার, বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহারা রাজ-কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। ইহারা নানা ভাষাভিজ্ঞ, ইতিহাস ও ভূগোল শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। গ্রাম ও নগর সমূহের কোথায় সমুদ্র, কোথায় নদী, কোথায় পর্ব্বত, কোথায় সমতল ভূমি—সমস্ত ভৌগো-লিক সন্ধান তাঁহারা জানিতেন। তদ্ব্যতীত প্রজাবর্গ কোথায় কি ভাবে থাকে, কে কি বলে, কাহার কিরূপ অবস্থা, কোন্ বাড়ীতে কতজন লোক, তাহাদের কাহার কিরূপ স্বাস্থ্য—এই সব 'নাড়ীনক্ষত্রের' সন্ধান পর্য্যন্ত তাঁহারা রাখিতেন। স্বপক্ষের ও বিপক্ষের শিবিরে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত

হইতেন। ইঁহারা অত্যন্ত রসিক পুরুষ এবং বিচক্ষণ ছিলেন; সুতরাং সহজেই কৌশলক্রমে শত্রু-মধ্যেও প্রবেশ করিয়া সমস্ত অবগত হইতে পারিতেন। বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। তাঁহারা আত্মগোপন করিতে এমন পটু ছিলেন যে তাঁহাদের স্বপক্ষীয় পরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁহাদের চিনিতে পারিত না। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর ন্যায় তৎকালে সর্ব্বত্র গুপ্তচর প্রেরিত হইত। তাঁহারা বিদেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থানুসন্ধানের মতই নিজেদের রাজ্যেরও সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের খোঁজ রাখিতেন।

## গুপ্তচর নিয়োগ।*

মন্ত্রিগণের সাহায্য লইয়া রাজা গুপ্তচর নিয়োগে প্রবৃত্ত হইতেন। গুপ্তচর বহুবিধ:—যথা, কপটছাত্র গুপ্তচর, উদাসীন গুপ্তচর, গৃহস্থ গুপ্তচর, বণিক্ গুপ্তচর, তাপস গুপ্তচর, শিক্ষার্থী গুপ্তচর, তীক্ষ্ণ গুপ্তচর, বিষ-প্রয়োগকারী গুপ্তচর এবং ভিক্ষু গুপ্তচর প্রভৃতি। ইঁহাদিগকে অনেক প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইত এবং চাতুর্য্য অবলম্বন করিতে হইত। অর্থ ও উপাধি দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেন। কেহ ষড়যন্ত্র

* অর্থশাস্ত্র হইতে ঈষৎ পরিবর্ত্তন-সহ উদ্ধৃত

করিবার চেষ্টা করিলে, গোপনে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হইত।

শিক্ষার্থি-শ্রেণীভুক্ত চরগণের কার্য্য ছিল লক্ষণ, যাদুবিদ্যা, সাম্প্রদায়িক নীতি, ইন্দ্রজাল, চিহ্ন এবং শকুনিবিদ্যা অধ্যয়ন। এই সমস্ত বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা লোকের সহিত মিশিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিতেন।

চতুরা জীবিকার্থিনী ব্রাহ্মণ বিধবাগণ গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকে পরিব্রাজিকা গুপ্তচর বলা হইত। তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন ও মন্ত্রীগৃহের সমস্ত সন্ধান রাখিতেন।

শিক্ষার্থী গুপ্তচরগণ লোকসমাগম স্থলে তর্কচ্ছলে রাজার গুণ কীর্ত্তন করিতেন, প্রজাবর্গের রাজার প্রতি মনোভাব কিরূপ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, প্রজাগণ যাহাতে নিকটবর্ত্তী কোনও শত্রু, নির্ব্বাসিত রাজপুত্র অথবা বন্যজাতির সহিত যোগদান না করে তাহা দেখিতেন, রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট করিতে অথবা তাঁহাদের সহিত অপরাপর জন সাধারণের বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিতেন।

বৈদেশিক রাজার রাজ্যের অপমানিত, অবহেলিত প্রতারিত বা নির্য্যাতিত প্রজাদিগকে, তাহাদের রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিতে

গুপ্তচরেরা চেষ্টা করিতেন। চরেরা অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদেব রাজার গুণহীনতা ও বিচারে অক্ষমতার কথা বলিয়া তাহাদিগকে প্রশংসায় হৃষ্ট করিয়া তাহাদের স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতেন।

## দূত প্রেরণ।

যিনি মন্ত্রীব কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিযা রাজ-কার্য্যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাকেই দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ কবা হইত। বিপক্ষীয় বন্যপ্রদেশের, সীমান্তের, নগরের ও জনপদেব কর্ত্তৃবর্গের সহিত দূতগণ সৌহার্দ্দ্য রাখিতেন, বিপক্ষের দুর্গ, শত্রু অবস্থান, যুদ্ধাস্ত্র, আক্রমণীয়ও অনাক্রমণীয় স্থান সমূহের সন্ধান লইতেন এবং স্বপক্ষেব অস্ত্র, দুর্গাদির সহিত তাহাব তুলনা করিযা অবস্থাব গুরুত্ব বিবেচনা করিতেন।*

## সাঙ্কেতিক লিখন ও দৌত্য।

সাঙ্কেতিক লিখন ও পাবাবত-দৌত্যের প্রচলন তখন ছিল বলিয়া জানা যায়।

## স্থলকর।

সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বাজা,—এই ধারণাতে কব আদায় করা হইত এবং উহাই রাজার প্রধান

* ঈষৎ পরিবর্ত্তন সহকারে "অর্থশাস্ত্র" হইতে গৃহীত।

অবলম্বন ছিল। সাধারণতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ কর লওয়া হইত। আকবর $\frac{১}{৩}$ ও কাশ্মীররাজ $\frac{১}{২}$ লইতেন কিন্তু ঐসময়ে $\frac{১}{৪}$ নেওয়াতেও কোন ক্ষতি ছিল না কারণ আবশ্যক হইলেই রাজা সামরিক কর আদায় করিতেন।

## রাজকর।

মদ্য, পশুহত্যা, সূত্র, তৈল, ঘৃত, শর্করা, পণ্যাগার, দ্যূতক্রীড়া, কারুশিল্প প্রভৃতি হইতে এবং নাগরক, মুদ্রাধ্যক্ষ, স্বুবর্ণবণিক্, দেবপূজাধ্যক্ষ প্রভৃতির নিকট হইতে কর আদায় হইত। নৌকা, জাহাজ, পশুচারণ-স্থল ইত্যাদির জন্যও কর প্রদান করিতে হইত। শুল্ক, পথকর, বাণিজ্যকর প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, রত্ন, প্রবাল, শঙ্খ, লৌহ, লবণ এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের জন্য কর গ্রহণ করা হইত।

পুষ্পকুঞ্জ, ফলোদ্যান, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপাদনের যোগ্য আর্দ্রভূমি হইতে কর সংগৃহীত হইত। মৃগয়া, কাষ্ঠরক্ষা ও হস্তি-বাসের বন হইতে কর লওয়া হইত। গো, মহিষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর হইতেও অর্থলাভ হইত।

## মুদ্রাধ্যক্ষ।

মুদ্রাধ্যক্ষ প্রতি মুদ্রায় এক মাষা মাত্র লইয়া ছাড়পত্র দিবে—এইরূপ নিয়ম ছিল। ছাড়পত্র ব্যতীত কেহ দেশে প্রবেশ বা দেশ হইতে নিষ্ক্রামণ করিতে পারিতেন না; করিলে, ধরা পড়িলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। পশুচারণ ভূমির অধ্যক্ষ এই সমস্ত ছাড়পত্র পরীক্ষা করিতেন। শত্রু অথবা অসভ্য জাতির যাতায়াতের সংবাদ মুদ্রাবাহী রাজকীয় পারাবত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইত।

## জল-সরবরাহ।

জল নিষ্কাষণ ও জল আনয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহারা খাল পুষ্করিণী আদি খনন করিতেন। জলকর আদায় করা হইত।

## রাস্তা।

প্রধান প্রধান রাস্তার পরিদর্শনের জন্য কর্ম্মচারী ছিল। ২০২২২ গজ অন্তর দূরত্বসূচক ফলক ছিল। বর্ত্তমান গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্ (Grand Trunk Road) তখন তক্ষশিলা ও পাটলীপুত্রের মধ্যে বিস্তৃত ছিল।

## সুরা।

মদ হইতে কর আদায় হইত। 'অনুমতি' বা license এর বন্দোবস্ত ছিল। সমগ্র বিভাগটী পুলি-

শের সহায়তায় একজন অধ্যক্ষ ( Superintendent ) এর দ্বারা পরিচালিত হইত। দোকানে ক্রেতা আকর্ষণের জন্য আসন, কৌচ, সুগন্ধিদ্রব্য, মাল্য, জল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। কোন উৎসব উপলক্ষে ৪ দিনের জন্য মদ্য প্রস্তুতের বিশেষ অনুজ্ঞা দেওয়া হইত।

## ভূসম্পত্তি।

অর্থশাস্ত্র-টীকাকার বলেন যে শাস্ত্রবেত্তা মাত্রেই স্বীকার করেন জল ও স্থলের অধিকারী রাজা। এই দুইটী ব্যতীত আর আর দ্রব্যের অধিকারী প্রজা হইতে পারে। অর্থশাস্ত্রকার বলেন, "করদদিগকে চাষের জমির এক পুরুষাধিক অধিকার দিবে। এবং যে চাষ না করে, তাহার নিকট হইতে জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্যকে দেওয়া যাইতে পারে।" জমিদারেরা কোনরূপ কর পাইতেন না।

## ভূমি বিভাগ।

পশুচারণের নিমিত্ত রাজা অকর্ষিত ভূমির ব্যবস্থা করিবেন। ব্রাহ্মণগণকে তপস্যার জন্য অরণ্য ও সোমবৃক্ষ রোপণের জন্য তপোবন দান করিতে হইবে।

রাজার মৃগয়ার জন্য একটীমাত্র দ্বারযুক্ত, পরিখা-বেষ্টিত, ফলপুষ্প ও কণ্টকহীন গুল্ম-শোভিত কাননভূমি

নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। উহাতে অহিংসাকারী জন্তু, বৃহৎ পুষ্করিণী ও নখদন্তহীন ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগী ও মহিষ প্রভৃতি পশুদ্বারা পূর্ণ রহিবে। সাধারণের জন্যও উপযুক্ত মৃগ-বন থাকিবে।

"ঋত্বিক, আচার্য্য, পুরোহিত এবং শ্রোত্রিয়গণকে উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কর ও দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। অধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক, গোপ, স্থানীক, পশুচিকিৎসক, চিকিৎসক, অশ্বশিক্ষক এবং দূতগণকে ও ভূমিদান করিতে হইবে। এই ভূমি তাহারা বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। কর গ্রহণে কৃষির জন্য ভূমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভোগ করিতে দিতে হইবে। যে ভূমি বপনের উপযুক্ত হয় নাই তাহা যাহারা চাষ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা হইবে না।"

## প্রজাপালন।

প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। "অর্থশাস্ত্রে" প্রজাপালন ও প্রজারঞ্জনের বহুবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতির জন্য উৎসাহদান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান করিবার ব্যবস্থা ছিল।

পশুও বাণিজ্য বৃদ্ধি; জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পণ্যপত্তন ও রাজপথ নির্ম্মাণ; জলাশয় খনন; কুঞ্জ নির্ম্মাণ; উপত্যকা হইতে তস্কর ও পশ্বাদি দূরীকরণ; আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মাণ; পথ-সংস্কার; গাভী-রক্ষণ; বনজাত দ্রব্য হইতে পণ্যপ্রস্তুতের জন্য শিল্পাগার-স্থাপন; শিশু, স্থবির, রুগ্ন, পঙ্গু, অনাথ, নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক ও তাহাদের সন্তান সন্ততি-গণকে আশ্রয় প্রদান; সমবায় শক্তিবলে প্রজাবর্গ কোনরূপ উন্নতি চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে উৎসাহদান প্রভৃতি কার্য্যের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা না করিয়া কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দণ্ডনীয় হইত। জনসাধারণের অহিতকর কোন ক্রীড়াদির জন্য গ্রামে গৃহনির্ম্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। মোটকথা, প্রজা, বৈদেশিক, বণিক্, শিল্পী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকেরই যাহাতে সুবিধা হয় তাহার বন্দোবস্ত ছিল।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## রাক্ষসের ষড়যন্ত্র

রাক্ষস কিছুকাল পাটলীপুত্রেই রহিলেন, এবং চন্দ্রগুপ্তকে বিনাশ করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিলেন; কিন্তু চাণক্যের ভীষণ চক্রান্তে তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। রাক্ষস শেষে চন্দ্রগুপ্তের নিকট এক "বিষকন্যা" পাঠাইলেন। তিনি করিলেন এক, আর হইল আর-এক। চাণক্যের চরগণ বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের শিবিরে লইয়া গেল। ফলে, পর্ব্বতক মারা পড়িলেন। চরগণ প্রচার করিলেন যে চাণক্যই এই হত্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি স্বহস্তে হত্যা করেন নাই। পর্ব্বতকের পুত্রের নাম মলয়কেতু। রাক্ষস পাটলীপুত্র হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। রাক্ষসের একমাত্র চেষ্টা হইল চন্দ্রগুপ্তের স্থানে মলয়কেতুকে রাজা করা। মলয়কেতুরও উদ্দেশ্য হইল পিতৃহত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ লওয়া।

## ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য চাণক্যের আয়োজন

চাণক্য নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন—নন্দবংশ ত ধ্বংস করিয়াছি; রাক্ষস আমার উপর ভয়ানক চটিযাছে। পর্ব্বতককে হত্যা করায় তাঁহার পুত্র মলয়কেতুও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে। যে কোন রকমে হউক্ সে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবেই। শুনিতে পাইতেছি, সে নাকি বহু সৈন্য লইয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা ছিল নন্দবংশ ধ্বংস করিব; সে প্রতিজ্ঞা যখন পূর্ণ করিতে পারিয়াছি তখন মলয়কেতুর এই আক্রমণ কি ব্যর্থ করিতে পারিব না? আমার কাজ ত হইয়া গিয়াছে, সিংহ যেমন হাতীর মাথায় লাফাইয়া পড়িয়া মাথাটা চিরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে, আমিও তেম্নি একে একে নন্দদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াও এখনও যে রাজ-কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছি, তাহা কেবল চন্দ্রগুপ্তের অনু-রোধে। কিন্তু রাক্ষসকে বশীভূত করিতে হইবে। সে অত্যন্ত চতুর এবং নন্দের প্রতি অনুরক্ত। মলয়কেতুর সহিত যোগদান করিয়া সে আমাদের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ রাজানুরক্ত স্বার্থশূন্য ব্যক্তি

অতি বিরল। যাহা হউক্, সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োজিত করিয়াছি, দেখা যাউক্ কি হয়।”

এই সব ভাবিতেছেন, এমন সময় একজন লোক চিত্রহস্তে সেখানে আসিয়া চাণক্যের গৃহের সম্মুখে গান গাহিতে আরম্ভ করিল। চাণক্যের একজন শিষ্য তখন সেই খানে উপস্থিত ছিল, সে লোকটীকে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে বারণ করিল। লোকটী বলিল, “এ ত চাণক্যের গৃহ? পথ ছাড়িয়া দাও, তোমার গুরুদেবকে একটু উপদেশ দিয়া আসি।” শিষ্য কহিল, “যাও, অগ্রসর হইও না। গুরুদেবকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ, এতদূর তোমার স্পর্দ্ধা?” লোকটী বলিল, “ক্রুদ্ধ হইতেছ কেন? সকলেই কি আর সমস্ত বিষয় জানে? উপদেশের কি আবশ্যকতা নাই?” শিষ্য উত্তর করিল, “হ্যাঁ, আমার গুরুদেব সমস্ত বিষয়ই জানেন।” লোকটী বলিল, “আচ্ছা, তিনি বলুন ত চন্দ্র কা’র অপ্রিয়?” শিষ্য কহিল, “দূর, মূর্খ, এ সামান্য কথা জানিলেই কি আর না জানিলেই কি?” লোকটী বলিল, “তোমার গুরু শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। জানিয়া রাখ যে চন্দ্র পদ্মের অপ্রিয়।”

## চন্দ্রগুপ্তের শত্রুবর্গ

এই কথাবার্ত্তা সমস্তই চাণক্যের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে চন্দ্রগুপ্ত

যাহাদের অপ্রিয় লোকটী তাহাদের জানে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে আহ্বান করিলেন—সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাল করিয়া দেখিয়াই চাণক্য তাহাকে চিনিতে পারিলেন,—সে তাঁহারই নিযুক্ত একজন চর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বলত পাটলীপুত্রে এখনও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে কে কে?" চর বলিল, "প্রথমতঃ জীবসিদ্ধি। চন্দ্রগুপ্তকে বধ করিবার জন্য রাক্ষস যে বিষকন্যা পাঠাইয়াছিল, জীবসিদ্ধিই তাহাকে পর্ব্বতকের ঘরে লইয়া গিয়াছিল। তাহাতেই পর্ব্বতক মারা পড়িয়াছেন।"

চাণক্য—"দ্বিতীয় লোকটী কে?"

চর—"রাক্ষসের বন্ধু চন্দ্রভাস।"

চর যে দুইটীর নাম করিল, তাহারা চাণক্যেরই চর। বাহিরে তাহারা রাক্ষসের বন্ধু বলিয়া পরিচিত। রাক্ষসের নিকট তাহারা যাতায়াত করিত। চাণক্য এমন ভাবে চর নিযুক্ত করিতেন যে তাহারা নিজেরাই একে অন্যকে গুপ্তচর বলিয়া সহজে বুঝিতে পারিত না।

চাণক্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তৃতীয় কে?" চর উত্তর করিল, "তৃতীয়টী হইতেছে চন্দন দাস নামক একজন বণিক্। রাক্ষস নিজের পরিবার তাহার ঘরে রাখিয়া নগর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

চাণক্য বলিলেন, “চন্দন দাসের ঘরে তাঁহার পরিবার আছেন তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ?” চর একটী অঙ্গুরীয় চাণক্যের হস্তে দান করিয়া বলিলেন, “এইটী দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবেন।” চাণক্য অঙ্গুরীয়টী লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “ইহা তুমি কিরূপে পাইলে ?” চর বলিল, “এই চিত্রখানি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে কোনমতে চন্দনদাসের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি। একটী দ্বার দিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক বাহির হইয়া আসিতেছিল, একজন রমণী তাহাকে হস্তদ্বারা গমন করিতে নিষেধ করিলেন এবং তৎপর তাহাকে টানিয়া আনিলেন! এই সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্গুরীটী স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল ; তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অঙ্গুরীতে রাক্ষসের নাম লেখা রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ঐ রমণীই রাক্ষসের পত্নী।”

চাণক্য তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় একজন ব্যক্তি দ্রুত পদে আসিয়া চাণক্যকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে ইচ্ছুক।” চাণক্য বলিলেন, “যে সব ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে তাঁহাদের নাম বলিয়া দিতেছি। কিন্তু দান গ্রহণের পর যাইবার সময়

প্রত্যেকে যেন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যা'ন্। কন্যা দান করিবার দিন নির্দ্ধারিত হউক্।" এই বলিয়া তিনি সিদ্ধার্থককে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। চন্দ্রভাসকে আসিতে লেখা হইল, কিন্তু কে লিখিল, কোথা হইতে লিখিল, তাহা সে পত্রে কিছুই রহিল না। তন্নিম্নে রাক্ষসের অঙ্গুরীয়ের 'ছাপ' দেওয়া হইল। পত্র খানি সিদ্ধার্থকের হস্তে প্রদান করিয়া চাণক্য বলিলেন, "আমার আজ্ঞায় চন্দ্রভাসকে বধ করিবার জন্য নেওয়া হইবে। তখন তুমি ঘাতকগণকে ইঙ্গিতে সরিয়া যাইতে বলিবে এবং বাক্যেও খুব ভয় দেখাইবে। তাহাদিগকে কোনরূপে দূর করিয়া তুমি চন্দ্রভাসকে লইয়া রাক্ষসের নিকট ছুটিয়া যাইবে। চন্দ্রভাস রাক্ষসের প্রিয় বন্ধু; সে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পুরস্কৃত করিবে। তুমি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া সেখানে থাকিবে। অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য হয় পরে বলিতেছি।"

অতঃপর তিনি তাঁহার শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঘাতকগণকে বলিয়া দাও যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ জীবসিদ্ধিকে অপমানিত করিয়া নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হউক্, কারণ সে বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের শিবিরে নিয়া গিয়া পর্ব্বতককে হত্যা করিয়াছে। আর চন্দ্রভাস আমাদের

অনিষ্টপ্রয়াসী সুতরাং তাহাকে বন্দী করিয়া শূলে দেওয়া হউক্।"

তৎপর সিদ্ধার্থক চাণক্যের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চাণক্য চন্দনদাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চাণক্যের নাম শুনিলেই সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠে। চন্দনদাসেরও বক্ষ কম্পিত হইল। নিজেকে প্রবোধ দিয়া তিনি চাণক্যের ভবনে উপনীত হইলেন। চাণক্য তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। চন্দনদাস কিছুতেই উপবেশন করিতে চাহিলেন না। অতঃপর চাণক্যের পুনঃপুনঃ অনুরোধে তিনি বসিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে আগামী বিপদের সম্ভাবনা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে চাণক্য তাঁহাকে তাঁহার ব্যবসায় কিরূপ চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি "ভাল চলিতেছে" জানাইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। তদুত্তরে চন্দনদাস বলিলেন, "না, না, আমরা বেশ সুখেই আছি।" চাণক্য বলিলেন, "প্রজারা যদি সুখে থাকে তবে তাহাদের বিদ্রোহী হওয়া অনুচিত, নহে কি?" চন্দনদাস সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন,

কাহাকে আপনি বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন ?” চাণক্য বলিলেন, “তোমাকে।” বিস্মিতের ন্যায় চন্দনদাস বলিলেন, “সে কি! আমাকে ?” চাণক্য বলিলেন, “হাঁ, কারণ, তুমি রাক্ষসের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছ।” চন্দনদাস অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “হয়ত আপনাকে কেহ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সম্ভবতঃ সে এ বিষয় কিছুই জানে না। এ সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা।” চাণক্য বলিলেন, “তুমি শঙ্কিত হইতেছ কেন ? সত্য কথা বলিতে কোনই শঙ্কার কারণ নাই, মিথ্যা কথা বলাই বরং অধর্ম্ম।” চন্দনদাস বলিলেন, “হাঁ, সে কথা সত্য বটে। কিন্তু রাক্ষসের স্ত্রী যদিও পূর্ব্বে এক সময়ে আমার গৃহে ছিলেন কিন্তু এখন নাই।” চাণক্য কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “এই বলিলেন ছিল না, আবার ছিল বলিতেছেন, এ কেমন ? এখানে ছল-চাতুর্য্য করিলে ফল বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে না, সত্য কথা বলিতে হইবে।” চন্দনদাস উত্তর করিলেন, “বলিয়াছি ত তিনি এক সময়ে আমার গৃহে ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে নাই।” চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তিনি কোথায় ?” চন্দনদাস বলিলেন, “জানি না।” চাণক্য ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “মিথ্যা কথা! চন্দনদাস, তোমার হৃদয়ে কি ভয় নাই ? যে চাণক্য অবলীলাক্রমে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছে, তাহার সম্মুখে মিথ্যা কথা ?

জানো, আমার রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে এমন মানুষ জগতে নাই। চন্দ্রগুপ্তকে আমি থাকিতে কেহ সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিবে না, তাহার এক বিন্দু ক্ষতি করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই।”

এই সময়ে বাহিরে কিসের একটা কোলাহল শুনা গেল। চাণক্য তাঁহার শিষ্য শাঙ্গ´রবকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে মগধাধিপতির আদেশক্রমে জীবসিদ্ধিকে অপমানিত করিয়া নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

চাণক্য বলিলেন, “অন্যায়কারীর এইরূপই শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য।” অতঃপর চন্দনদাসকে বলিলেন, “চন্দনদাস, তোমাকে এখনও আমি ভাল উপদেশ দিতেছি, তুমি সত্যকথা বলিয়া রাজার অনুগ্রহ লাভ কর।”

এই সময় বাহিরে আবার কলরব শোনা গেল। ব্যাপার কি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে চন্দ্রভাস নামক এক রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণ শূলে দেওয়ার জন্য নীত হইতেছেন। চন্দনদাসকে এই সমস্ত কঠোর দণ্ডের কথা বিবেচনা করিতে বলিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতে বলিলেন।

চন্দনদাস হৃদয়ে বল আনিয়া বলিলেন, “চন্দনদাস অমন ভীরু নয়, কেন বৃথা ভয় প্রদর্শন করিতেছেন?

আমার গৃহে রাক্ষসের স্ত্রী নাই, তা' কোথা হইতে দিব? থাকিলেও আমি স্বীকার করিব না।"

চাণক্য বলিলেন, "তবে এই কি তোমার শেষ কথা?"

চন্দনদাস বলিলেন, "হাঁ, এই আমাব প্রতিজ্ঞা!" চাণক্য চন্দনদাসের তেজস্বিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথাপি বলিলেন, "ইহাই তবে তোমার স্থির সঙ্কল্প?" চন্দনদাস উত্তর করিলেন, "হাঁ।" চাণক্য তাঁহার শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেনাপতিগণকে গিয়া বল যে এই দুষ্ট বণিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করুক এবং ইহার স্ত্রীপুত্রসহ ইহাকে বন্দী করিয়া রাখুক্। চন্দ্রগুপ্তকে আমি ইঁহাব প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বলিব।"

চন্দনদাস স্থির। তিনি মনে করিলেন যে ধর্ম্মের জন্য, বন্ধুর জন্য, অসহায়ের জন্য মরণকে বরণ করাও শ্রেয়ঃ। এরূপ মৃত্যুতে আনন্দ আছে, গৌরব আছে। চাণক্যের আদেশানুসারে তাঁহার শিষ্য চন্দনদাসকে বাহিরে লইয়া গেল।

চাণক্য একটু প্রফুল্ল হইলেন। তিনি মনে করিলেন, "চন্দনদাস যেরূপ রাক্ষসের জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত, রাক্ষসও তদ্রূপ প্রিয় বান্ধবের মৃত্যুকালে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। সেও বন্ধুর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিবে। তখনই রাক্ষসকে পাওয়া যাইবে।"

চাণক্যের কৌশল এক একটী সুবিশাল রহস্য। তাঁহার চক্রান্ত কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। এই যে চন্দনদাসকে ভয় দেখাইলেন ইহাও মৌখিক মাত্র।

আবার গোলযোগ শুনা গেল? কিসের? না—চন্দ্রভাসকে লইয়া সিদ্ধার্থক পলায়ন করিয়াছে।

চাণক্য মনে মনে বলিলেন, "যাহা হউক, আমার নির্দ্দেশ মতই বেশ কাজ চলিতেছে।" প্রকাশ্যে শিষ্যকে বলিলেন, "সে কি? সর্ব্বনাশ, ভাগুরায়ণকে উহাদের ধরিয়া আনিতে বল।" শিষ্য কহিল, "সেও পলাইয়াছে।" চাণক্য বলিলেন, "কি কাণ্ড! সেও পলাতক! সৈনিকগণকে গিয়া বল ভাগুরায়ণকে তাহারা ধরিয়া আনুক।" শিষ্য ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, "কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নগরটা শুদ্ধই যেন শৃঙ্খলাবিহীন হইয়া গিয়াছে। তাহারাও নাই।" চাণক্য বলিলেন, "যাহারা থাকে, তাহাদেরই বল, ভাগুরায়ণকে ধরিয়া আনুক।" মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "সুন্দর কৌশল!"

---

# নবম পরিচ্ছেদ

## রাক্ষসের ষড়যন্ত্রের পরিণাম

জীর্ণবিষ নামক একজন 'সাপুড়ে' ছিল। নানা স্থানে সাপ-খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জ্জন করে। একদা সে রাক্ষসের গৃহ সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষস তখন চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একজন প্রহরী সেইখানে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার দিয়া বলিল যে কুমার মলয়কেতু তাঁহাকে ঐসব অলঙ্কার প্রেরণ করিয়াছেন।

রাক্ষস বলিলেন, "কুমারকে বলিও যে যতদিন না নন্দরাজ্য উদ্ধার করিয়া শত্রুগণকে সমুচিত প্রতিফল দিতে পারি, ততদিন আমি কোন অলঙ্কার পরিধান করিব না।" বহু অনুরোধ উপরোধের পর তাঁহাকে সেগুলি পরিধান করিতে হইল।

বাহিরে 'সাপুড়ে' দাঁড়াইয়া আছে জানিয়া রাক্ষস তাহাকে অর্থদান করিয়া বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতে 'সাপুড়ে' তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল যে, সে শুধু 'সাপুড়ে'ই নহে, সে কবিও; সঙ্গে সঙ্গে একখানা

পত্রও দিল। রাক্ষস পত্র পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে কবিতায় এই ভাবটী প্রকাশ করা হইয়াছে যে ভ্রমর পুষ্প-রস পান করিয়া যাহা উদ্গীরণ করে তাহাতে অপরের উপকার হয়।” রাক্ষস বুঝিতে পারিলেন, ‘সাপুড়ে’ তাঁহারই একজন চর। তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি অন্য সকলকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। তৎপর বলিলেন, “বিরাধগুপ্ত, পাটলীপুত্রের সংবাদ কি?” বিরাধগুপ্ত জানাইলেন যে সংবাদ শুভ নহে। রাক্ষস পুনরায় সবিস্তার সংবাদ জানিতে চাহিলে বিরাধগুপ্ত বলিলেন, “পর্ব্বতকের মৃত্যুর পর মলয়কেতু ভীত হইয়া পলায়ন করিলে, চাণক্য প্রচার করিয়া দিলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত নিশীথরাত্রে নন্দরাজের প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন। তিনি সূত্রধরদের বলিয়া দিলেন, তাহারা যেন ভবনের প্রথমদ্বার হইতে শেষদ্বার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখে। সূত্রধরেরা বলিল যে চন্দ্র-গুপ্তের প্রবেশের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দারুবর্ম্মা প্রথম তোরণ-দ্বার সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। চাণক্য প্রফুল্লতা দেখাইয়া বলিলেন যে দারুবর্ম্মা পুরস্কৃত হইবে।”

রাক্ষস বলিলেন, “দারুবর্ম্মা কার্য্যটী পূর্ব্বে করিতে গিয়া নিশ্চয়ই চাণক্যের সন্দেহভাজন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, তৎপর কি ঘটিল?”

বিরাধগুপ্ত বলিলেন, "পর্ব্বতকের ভাই বিরোচনকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে উপবিষ্ট করাইয়া পূর্ব্বের কথা অনুসারে চাণক্য রাজ্য ভাগ কবিয়া দিলেন। বিরোচনকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা হইল। তৎপর রাত্রে চন্দ্র-গুপ্তকে হত্যা করিবার যে সমস্ত আয়োজন হইতেছিল, তাহাতে বিরোচনই মবিল। কারণ চাণক্য তাকে প্রথমে প্রবেশ করাইতেছিলেন। দারুবর্ম্মাও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইয়াছে।"

রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কবিরাজ অভয়দত্ত কি করিলেন? চন্দ্রগুপ্তের কি হইল?" বিরাধগুপ্ত বলিলেন, "তিনি ঔষধে বিষ মিশাইয়া স্বর্ণপাত্রে সেবন করিতে দিলেন। স্বর্ণপাত্রে ঔষধের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া চাণক্য বলিলেন, যে ঐ ঔষধ নিশ্চয়ই বিষমিশ্রিত। চাণক্য তখন অভয়দত্তকে সেই ঔষধ সেবন করাইয়া ছাড়িলেন। অভয়দত্ত তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।"

রাক্ষস বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তারপর? প্রমোদকের কি হইল?

বিরাধগুপ্ত বলিলেন, "সেও প্রাণ হারাইয়াছে।" সে কিরূপে প্রাণ হারাইল প্রশ্ন করায় বিরাধগুপ্ত উত্তর করিলেন, "সে আপনার নিকট অর্থলাভ করিয়া খুব জাঁকজমক করিয়া বাস করিতে

লাগিল। চাণক্য তাহাকে সন্দেহ করিয়া হত্যা করিয়াছেন।”

রাক্ষস বলিলেন, “আমার সমস্ত কৌশলই বিফল হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্তকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিবার জন্য যে ঘাতকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের কি দশা হইল?” তদুত্তরে বিরাধগুপ্ত বলিলেন, “হত্যা-কারীরা যে সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই চাণক্য দেখিতে পাইলেন, যে শয়ন গৃহের মধ্যে সুড়ঙ্গের পথে কতকগুলি পিপীলিকা ‘খুদ্’ নিয়া যাতায়াত করিতেছে। তদ্দর্শনেই চাণক্য বুঝিতে পারিলেন যে ঐ গর্ত্তের নীচে মানুষ লুকাইয়া আছে। অমনি সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিবার আদেশ দিলেন। ধূম্র-কুণ্ডলী তাহাদের দৃষ্টিকে বাধা দিল। তাহারা পলাইবার পথ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া না পাইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।” রাক্ষস বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার মন যেন অবশ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, “চন্দ্রগুপ্তের অমঙ্গলের জন্য যতই আয়োজন্ করিতেছি, তাহার সৌভাগ্যবশতঃ সমস্তই তাহার মঙ্গলে পরিণত হইতেছে।” বিরাধগুপ্ত রাক্ষসকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, “সে যাহাই হউক্, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সমাপ্ত করিতেই হইবে। চাণক্য

অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। রাজ্যমধ্যে এখনও যাহারা নন্দের প্রতি অনুরক্ত আছে, তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছে। জীবসিদ্ধিকে নগর হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে। চন্দ্রগুপ্তের হত্যার চেষ্টায় চন্দ্রভাস লিপ্ত আছে এই কথা রটাইয়া চন্দ্রভাসকে শূলে দেওয়া হইয়াছে।

আব কাহারও কোন অনিষ্ট কবা হইযাছে কিনা—রাক্ষস জানিতে চাহিলেন। বিরাধগুপ্ত বলিলেন, "আপনার পরিবাবের সন্ধান না বলায় চাণক্য অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া চন্দনদাসেব সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে সপরিবারে কারাবদ্ধ কবিয়াছেন।"

এই সময় প্রহবী আসিয়া জানাইল যে চন্দ্রভাস আসিয়াছেন। রাক্ষস ও বিরাধগুপ্ত উভয়েই বিস্মিত হইলেন। রাক্ষসের আদেশে চন্দ্রভাস গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত সিদ্ধার্থকও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস শুনিয়াছিলেন যে চন্দ্রভাসকে শূলে দেওয়া হইয়াছে, পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে ফিরিয়া আসিলে?" চন্দ্রভাস সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। রাক্ষস সিদ্ধার্থকের উপর অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া নিজের অঙ্গ হইতে স্বর্ণালঙ্কারগুলি উন্মোচন

করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন। সিদ্ধার্থক সবিনয়ে বলিলেন, "এ সমস্ত মূল্যবান্ অলঙ্কার আমি কোথায় রাখিব? যখন আমার আবশ্যক হইবে তখন বরং চাহিয়া লইব। এখন আপনার নিকটেই থাক।" অতঃপর রাক্ষস সিদ্ধার্থকের অঙ্গুরীয়ের 'ছাপ' লইতে চাহিলেন। সিদ্ধার্থক অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিল। চন্দ্রভাস উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "ইহাতে যে তোমারই নাম খোদিত।" রাক্ষসও তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পাইলে?" সিদ্ধার্থক বলিলেন যে, পাটলীপুত্র নগরে চন্দনদাস নামক জনৈক বণিকের গৃহ সম্মুখে তিনি উহা পাইয়াছেন।

রাক্ষস বলিলেন, "ধনী লোক কিনা, কত মূল্যবান দ্রব্য তাঁহাদের পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে!"

চন্দ্রভাস বলিলেন, "এই অঙ্গুরীয়ে মন্ত্রীর নাম ক্ষোদিত আছে। উহা তুমি ইঁহাকে দাও। তোমাকে যথোচিত মূল্য দেওয়া যাইবে।" সিদ্ধার্থক আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর সিদ্ধার্থক বলিলেন, "আমি একটী কথা বলিতে চাহি। আমি যেরূপে চন্দ্রভাসকে লইয়া পলায়ন করিয়াছি, তাহাতে চাণক্য নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং আমার আর পাটলীপুত্রে

প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব। আমি আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের সেবা করিয়া এখানে থাকিতে চাহি।”

## চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার মন্ত্রণা

রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তিনি সকলকে প্রস্থান করিতে বলিলে সকলে চলিয়া গেল, শুধু বিরাধগুপ্ত রহিলেন। রাক্ষস বিরাধগুপ্তের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

বিরাধগুপ্ত বলিলেন, “শুনা যাইতেছে যে চন্দ্রগুপ্ত নাকি চাণক্যের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। আবার চাণক্যও চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতাপ্রিয়তা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।”

রাক্ষস বলিলেন, “তুমি ‘সাপুড়ে’ সাজিয়া আর একবার পাটলীপুত্রে গমন কর। সেখানে আমার নিযুক্ত অনেক লোক আছে। তাহারা নৃত্য-গীতাদি করিয়া বেড়ায় এবং সমস্ত সন্ধান লয়। তাহাদিগকে বলিবে যে, চন্দ্রগুপ্ত যখন চাণক্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন তখন যেন তাহারা চন্দ্রগুপ্তের খুব গুণকীর্ত্তন করিতে থাকে; যাহাতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর অধিকতর রুষ্ট হ’ন।”

বিবাধগুপ্ত উপদেশমত কার্য্য করিবেন বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান কবিলেন। ভৃত্য আসিয়া রাক্ষসের হস্তে তিনখানি অলঙ্কার প্রদান করিয়া বলিল, "এইগুলি বিক্রীত হইতেছে; আপনি একটু দেখুন।" রাক্ষস দেখিলেন অলঙ্কারগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। সুতরাং যথাযোগ্য মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া রাখিতে আদেশ কবিলেন।

---

## দশম পরিচ্ছেদ

### চাণক্যের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

সুনির্ম্মল আকাশে আনন্দ-গান তুলিয়া শরৎ আসিয়াছে। জলাশয়-সমূহ কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শেফালি-বকুলে উদ্যান-ভূমি সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের অন্তরে নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত আদেশ করিলেন, শারদোৎসব হইবে; গৃহ সমূহ পুষ্প-পতাকায় সুশোভিত হইবে। রাত্রে দীপমালায় নগরী প্রদীপ্ত হইবে। একটী প্রাসাদ বিশেষ করিয়া সুসজ্জিত হইবে। তিনি আসিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

এদিকে চাণক্য আবার আদেশ করিলেন, কোন রূপ আমোদ-উৎসব হইবে না। সজ্জাদি কিছুই হইবে না।

চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া দেখিলেন, সজ্জা শোভা কিছুই নাই। উৎসব বা আমোদ-প্রমোদের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি মনে করিলেন, নগরবাসীরা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছে; তাই তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

কঞ্চুকীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কঞ্চুকী শঙ্কিতচিত্তে বলিল যে, চাণক্যের আদেশে উৎসব বন্ধ হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ক্রুদ্ধস্বরে চাণক্যকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কঞ্চুকীকে আদেশ করিল। কঞ্চুকী চলিয়া গেল।

চাণক্য তখন রাক্ষসের চেষ্টা বিফল করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। কঞ্চুকী তথায় উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে চাণক্যকে প্রণাম করিলেন। চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

ভয়ে ভয়ে কঞ্চুকী উত্তর করিল, "আজ্ঞে, মহারাজ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান—"

চাণক্য ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমি যে শারদোৎসব বন্ধ করিবার আদেশ করিয়াছি, তাহা মহারাজের কর্ণগোচর হইয়াছে কি ?"

কঞ্চুকী উত্তর করিল, "আজ্ঞে, হাঁ, হইয়াছে।" চাণক্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলিল ?" কঞ্চুকী উত্তর করিলেন, "দেখিয়া শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।" বলিয়া কঞ্চুকী নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

চাণক্য উঠিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকটে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন হইতে উত্থান করিয়া

ভূমিষ্ঠ হইয়া চাণক্যকে প্রণাম করিলেন। চাণক্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। চাণক্য উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ ?" চন্দ্রগুপ্ত নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। আপনার আগমনে প্রীত হইলাম।"

চাণক্য আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "শারদোৎসব বন্ধ করিয়া কি লাভ হইবে মনে করিয়াছেন ?"

চাণক্য বলিলেন, "তাই তিরস্কারের জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছ, নয় ?"

চন্দ্রগুপ্ত কোমল স্বরেই বলিলেন, "আজ্ঞে না! আপনার এরূপ উৎসব-বন্ধের আদেশের উদ্দেশ্যই আমার জিজ্ঞাস্য।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই আমি আদেশ করিয়াছি।"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "ইহার মূলে অবশ্যই কোন কারণ আছে, নহিলে আপনি বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে ত কোন কাজই করেন না।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "সে কথা সত্য যে বিনা প্রয়োজনে আমি কখনও কোন কার্য্য করি না।"

চন্দ্রগুপ্ত—"সেই কারণটী জানিতে উৎসুক হইয়াই আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।"

চাণক্য—"তাহা শুনিয়া তোমার কি প্রয়োজন?"

চন্দ্রগুপ্ত মনের বিরক্তি মনেই রাখিয়া নীরবে রহিলেন। এদিকে রাক্ষসের অনুচরগণ চন্দ্রগুপ্তের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। গানের অর্থ এই যে, যাঁহার আদেশ অন্যে লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, তিনি কেবল সিংহাসনে বসিলেই রাজা নামের যোগ্য নহেন।

চাণক্যের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহারা রাক্ষসের অনুচর এবং চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত এই স্তুতিবাদিদের স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিতে আদেশ করিলেন, চাণক্য নিষেধ করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি আমার প্রতি কার্য্যে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার প্রভুত্ব ত নামে মাত্র, কার্য্যতঃ ত আমাকে নিয়ত দাসত্বের শৃঙ্খলেই বন্দী হইয়া থাকিতে হয়।"

চাণক্য বলিলেন, "তোমার নিকট যদি আমার কার্য্য নিতান্তই অসহনীয় হইয়া থাকে, তবে তুমিই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন কর।"

চন্দ্রগুপ্ত—"তাহাই ভাল। কিন্তু আমি প্রশ্ন

করিতেছি, আপনি শারদোৎসব কি জন্য বন্ধ করিয়াছেন।”

চাণক্য—“আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উহা করিবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল?”

চন্দ্রগুপ্ত—“আমার উদ্দেশ্য, সকলে আমার আদেশ পালন করুক।”

চাণক্য—“তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য, উহা অমান্য করা।” ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার চাণক্য বলিলেন, “আমার ওরূপ আদেশ দিবার প্রকৃত কারণ এই যে. তোমার প্রধান রাজপুরুষগণ এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর সহিত যোগদান করিয়াছে। কেহ অধিকতর অর্থলাভের আশায়, কেহ অন্যপ্রকার লোভে, তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেকে আবার সুবাপায়ী, অকর্ম্মণ্য—তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছি। যাহারা তোমার অনিষ্ট-কামী তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। অপরাধ করিলে শাস্তি পাইবে এই ভয়ে অনেকে পলায়ন করিয়াছে। তোমার চতুর্দ্দিকেই শত্রু, সুযোগ পাইলেই তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। মলয়কেতু ও সেলুকস আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যুদ্ধের জন্য তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন কি উৎসব করিবার সময়?”

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "আচ্ছা, ইহা যেন মানিলাম। কিন্তু যখন সমস্ত অনিষ্টের মূল রাক্ষস পলায়ন করিল, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? সে যখন এই নগরে ছিল, তখন তাহাকে অবহেলা করিয়াছেন কেন?"

চাণক্য বলিলেন, রাক্ষস অত্যন্ত বিজ্ঞ. ক্ষমতাশালী, সম্পত্তি ও সহায়সম্পন্ন, তাহাকে সকলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। সুতরাং তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিতে গেলে তোমার বহুসৈন্য বিনষ্ট হইত এবং তাঁহার মত একজন লোক মারা গেলে তোমার যথেষ্ট ক্ষতি। তদপেক্ষা তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি রাক্ষস সর্ব্বপ্রকারেই যোগ্য এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

চাণক্য—"অর্থাৎ আমি অযোগ্য এবং অকর্ম্মণ্য ইহাই ত তুমি বলিতে চাও? আমি তোমার কোন উপকার করি নাই, নয়? তোমাকে কে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছে মনে পড়ে কি? তোমার হৃতরাজ্য কে উদ্ধার করিয়াছে, স্মরণ হয় কি?

চন্দ্রগুপ্ত—"তাহাতে আপনার কৃতিত্বের কি পরিচয় আছে? নন্দগণের দুর্ভাগ্য তাই তাহারা সিংহাসন হারাইয়া জীবন হারাইয়া নিজেদের বংশের দীপশিখা-টুকু নির্ব্বাপিত করিতে বাধ্য হইল।"

চাণক্য—"মূর্খেরা ভাগ্যকে প্রাধান্য দিয়া থাকে।

মূর্খেরাই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করে না, কাপুরুষেরাই সমস্ত অদৃষ্টের, অদৃশ্য হস্তের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"আর বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই অহঙ্কার করেন না; মিথ্যা দম্ভকে প্রশ্রয় দেন্ না।"

চাণক্য—"চন্দ্রগুপ্ত, সাবধান হইয়া কথা বলিও। সামান্য ভৃত্যের প্রতি লোকে যেরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তুমিও সেইরূপ করিতেছ। আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধানলে জ্বলিয়া যাইতেছে। নন্দবংশের রক্তধারায় যে শিখা স্নাত করিয়া পুনরায় বন্ধন করিয়াছিলাম, আজ আবার তাহা মুক্ত করিতে আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে। আবার আমার প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। নন্দ-বংশের শোণিতধারায় যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তাহা আবার বিরাট ক্ষুধা লইয়া দীপ্তশিখায় জ্বলিয়া উঠিবে। জানিও, চাণক্য কাহারও দাস নহে। চাণক্য অসীম শক্তিমান, চাণক্য দুর্জ্জয় অনল-শিখা, চাণক্য অদীন, অপরাজেয় ব্রাহ্মণ! রাক্ষসকেই যদি তুমি যোগ্য মনে করিয়া থাক, তবে তাহাকে লইয়াই তুমি রাজ্য পরিচালনা কর; আমি ঘৃণার সহিত মন্ত্রিত্বের পদে পদাঘাত করিতেছি।" বলিয়া চাণক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অন্যান্য সকলে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## মলয়কেতুর রণসজ্জা

মন্ত্রী রাক্ষসের দিবারাত্র কেবল এক চিন্তা—কিরূপে চাণক্যের সমস্ত কূট বুদ্ধি নিষ্ফল করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। চিন্তায় চিন্তায় রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হয় না।

অনিদ্রাবশতঃ তাঁহার শিরঃপীড়া হইল। কুমার মলয়কেতু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন ভাগুরায়ণ, চন্দ্রভাস প্রভৃতি রাক্ষসের নিকট বলিতে-ছিলেন যে, চাণক্যে চন্দ্রগুপ্তে বিষম কলহ হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যভার স্বহস্তে লইয়াছেন। শুনিয়া রাক্ষস মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন বটে কিন্তু তবু তাঁহার কেমন একটু সন্দেহ রহিল। তিনি জানিতেন, চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং কূট-নীতিজ্ঞ, সুতরাং তিনি অকারণে চন্দ্রগুপ্তকে কখনই ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিবেন না। অতএব, এই কলহের মূলেও কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। দূতও তখন পাটলীপুত্র হইতে ঐ সংবাদ লইয়া আসিল। রাক্ষস অমনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "বলত চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধের

কারণ কি ? কেবল উৎসব বন্ধ করাই কি এই কলহের কারণ, না অন্য কিছুও আছে ?"

দূত উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, কুমার মলয়কেতুও পাটলীপুত্র হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। চাণক্য তাহাতে বাধা দেন নাই বরং উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহাই কলহের প্রধান কারণ।"

চাণক্য এই সংবাদ বাহিরে প্রচার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বাহিরের লোক জানিবে যে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ হইয়াছে, অথচ তাঁহাদের মনে মনে সৌহার্দ্দ্য থাকিবে। কেবল-মাত্র শত্রুগণকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য তিনি কৃত্রিম ক্রোধ করিয়াছিলেন।

রাক্ষস চন্দ্রভাসকে বলিলেন, "চন্দ্রভাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যখন চাণক্যের মনোমালিন্য এবং বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। চন্দ্রগুপ্তকে তুমি পরাজিত করিতে পারিবে।"

তৎপর দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাণক্য এখন কোথায় ?" দূত উত্তর করিল, "পাটলীপুত্রে।"

রাক্ষস—"সে বনে যায় নাই ? এই অপমানের প্রতিশোধ নিবার প্রতিজ্ঞা করে নাই ?"

দূত—"বনে যাইবেন এইরূপ শুনিতে পাইলাম।"

রাক্ষস—"তবেই কেমন সন্দেহ হইতেছে। নিজে সে

যাহাকে রাজা করিয়াছে তাহার দ্বারা অপমানিত হইয়া সে অপমান সহ্য করিবে কি করিয়া ?"

চন্দ্রভাস বলিলেন, "সম্ভবতঃ প্রতিজ্ঞা পাছে ভঙ্গ হয় সেই জন্য প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করেন নাই। সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই।"

রাক্ষস মলয়কেতুকে বলিলেন, "কুমার, চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রীর অনুবর্ত্তী। মন্ত্রী ব্যতীত সে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মন্ত্রীর সঙ্গে যখন তাহার এইরূপ বিবাদ হইয়াছে তখন এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নহে। আমি গ্রীক সম্রাট্ সেলুকসের নিকট এক চর প্রেরণ করিয়াছি। আপনারা দুইজনে যদি মিলিত-ভাবে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করেন তবে সে নিশ্চই বিপন্ন হইবে।"

মলয়কেতু বলিলেন, "এখনই কি আক্রমণ করিতে হইবে ?" রাক্ষস বলিলেন, "চাণক্য যদি সাহায্য না করে তবে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যচ্যুত করিতে কতক্ষণ ? এখনই আক্রমণ করিবার মহাসুযোগ।"

মলয়কেতু বলিলেন, "তবে এখনই আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।"

রাক্ষস বলিলেন, "হাঁ, মা বিহনে শিশু যেমন সম্পূর্ণ অসহায়, মন্ত্রী ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তও তদ্রূপ। চাণক্যের ন্যায় মন্ত্রীর সহায়তাতেই সে এতবড় রাজ্যলাভে সমর্থ

হইয়াছে। এখন, চাণক্য যখন অপমানিত হইয়াছেন, তখন তিনি কিছুতেই আর চন্দ্রগুপ্তের সহায়তা করিবেন না। তাঁহার মন্ত্রণা না পাইলে চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। সুতরাং আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য।"

মলয়কেতু বলিলেন, "তবে তাহাই হইবে। অবিলম্বেই যাহাতে রণসজ্জা করিতে পারি তাহারই ব্যবস্থা করিব"। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে সেলুকসের যুদ্ধযাত্রা

রাক্ষস চর দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের এই বিবাদের সংবাদ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় সেলুকসকে জানাইলেন। সেলুকস্ তাঁহার অভীপ্সিত দিগ্বিজয়ের এই একটী সুযোগ দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিবেন মনস্থ করিলেন। সেলুকসের কন্যা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, যাহাকে আপনি একদিন পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধের অভিযান করিবেন ?" সেলুকস্ বলিলেন, "রাজনীতি তোমার আলোচ্য বিষয় নহে।" ইহা বলিয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেন। তিনি মগধবিজয়ার্থে, সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

### চাণক্যের বাধা প্রদানের উদ্যোগ

এদিকে চাণক্য দেখিলেন যে চন্দ্রগুপ্তের মহাবিপদ উপস্থিত। তাই তিনি চন্দ্রভাসকে ডাকাইয়া ষড়যন্ত্র করিলেন যাহাতে সকল সৈন্য তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি ও চন্দ্রভাস পরামর্শ করিয়া এমন ভাবে গুপ্তচর

প্রেরণ করিলেন, যে গুপ্তচরগণ সর্ব্বস্থান হইতে সমস্ত সংবাদ ও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিয়া আসিয়া তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিল।

## সেলূকসের পরাজয়

চাণক্য সৈন্যগণকে এমন ভাবে সজ্জিত করিয়া ব্যূহ রচনা করিলেন যাহা ভেদ করা গ্রীক সৈন্যের একরূপ অসাধ্য। সেলূকস্ চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু ফলে তিনি বন্দী হইলেন। চাণক্য দেখিলেন, চন্দ্রগুপ্তের শত্রু রাক্ষস ও সেলূকস্ ত বন্দী। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এই দুইজনকে বন্ধুত্বের সাহায্যে হস্তগত করা আবশ্যক। বিশ্বাসী চরদ্বারা চাণক্য বন্দী সেলূকস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন, তবে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সেলূকস্ বলিলেন যে তাঁহার জীবন থাকিতে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন না।

## চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলুকস-দুহিতার পরিণয়

সেলূকসের কন্যা এই কথা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং অনেক অনুরোধ উপরোধের পর পিতাকে

এই বিবাহে সম্মত করাইলেন। শুভক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলূকস্‌-দুহিতার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। চাণক্য তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি কিরূপে রাক্ষসকে হস্তগত করিয়া মন্ত্রিত্বে বরণ করিতে পারেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## রাক্ষসকে হস্তগত করিবার চেষ্টা

বাহিরে সিদ্ধার্থক রাক্ষসের অনুগত ভাবে কার্য্য করিলেও উহা আনুগত্যের ভাণ মাত্র ; বস্তুতঃ চাণক্যের পরামর্শেই কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে ঐরূপ করিতেছিল। এই গুপ্ত চাতুর্য্যবিষয়ে রাক্ষস কিছুই জানিতে পারিলেন না। চাণক্য প্রতিকার্য্যই উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া করিতেন ; সহসা কিছুই করিয়া বসিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলেই রাক্ষস যখন পাটলীপুত্রে ছিলেন তখন তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিতেন এবং হত্যা পর্য্যন্তও করিতে তাঁহার কিছুমাত্র অসুবিধা হইত না কিন্তু বিচক্ষণ চাণক্য তাহা করেন নাই। ভবিষ্যৎ লাভ-ক্ষতির প্রতি তাঁহার দূরদৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে পাইলেন যে হত্যা করা অপেক্ষা রাক্ষসের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে কৌশলে স্ববশে আনিতে পারিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট উপকার হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তিনি ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থক কতকগুলি অলঙ্কার ও একখানি পত্র লইয়া

পাটলীপুত্র গমনের চেষ্টা করিল। পত্রে ও অলঙ্কারের কৌটায় রাক্ষসের অঙ্গুরীর ছাপ দেওয়া ছিল। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুগণের সমস্ত সন্ধান লইয়া সে সতর্ক পদবিক্ষেপে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল।

এই সময়ে ভাগুরায়ণ বসিয়া চাণক্যের নীতির অদ্ভুত জটিলতার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, "চাণক্যের এমনি কুটিল কৌশল যে মলয়কেতু আমার প্রতি এত প্রীতিপরায়ণ, তাহারই অনিষ্ট সাধন করিতে হইবে। যে চিরদিন আমাকে আপনার জন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি কৃতঘ্নের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে। যাহা হউক্, চিন্তা করিয়া যখন ফল নাই তখন আর কেন চিন্তা করিতেছি? যে দারিদ্র্য সমস্ত বিবেক বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইলে সদসদ্ বিবেচনা করা চলিবে না। যে অর্থের জন্য আমার মান সম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, হিতাহিত বিবেচনাও আজ তাহারই জন্য বিসর্জ্জন দিতে হইবে।"

এই সময় মলয়কেতু একজন রক্ষক সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিলেন। ভাগুরায়ণ তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। মলয়কেতু একটু দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একজন

দ্বারী আসিয়া ভাগুরায়ণকে জানাইল যে, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী। ভাগুরায়ণ তাঁহাকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দ্বারী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

## কৌশল-বিস্তার

এই সন্ন্যাসী হইতেছে জীবসিদ্ধি। ভিতরে প্রবেশ করিতেই ভাগুরায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সম্ভবতঃ রাক্ষসের কোন কার্য্য উপলক্ষে যাইতেছেন, না?" তদুত্তরে জীবসিদ্ধি বলিল, "ভগবান্ না করুন! এমন স্থানে গমন করিব, যেখানে রাক্ষস বা পিশাচের নাম পর্য্যন্ত না শুনিতে হয়।"

ভাগুরায়ণ বলিল, "রাক্ষসের সঙ্গে তো আপনার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য, সম্ভবত তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিবেন, তাহারই জন্য আপনার এরূপ অভিমান হইয়াছে।" জীবসিদ্ধ বলিল, "না, তিনি কোন অপরাধ করেন নাই, আমি নিজের কার্য্যের জন্যই তাঁহার নিকট লজ্জিত।"

ভাগুরায়ণ কৌতূহলী হইয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলে, প্রথমতঃ কিছুক্ষণ আপত্তি প্রকাশ করিয়া জীবসিদ্ধি বলিল, "ইহা অত্যন্ত নৃশংস ব্যাপার, বিশেষতঃ ইহা আমার বন্ধু সংক্রান্ত একটী অগৌরবের বিষয়

তাই বলিতে আপত্তি করিতেছিলাম। পাটলীপুত্রে অবস্থানকালে রাক্ষসের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সময় রাক্ষস বিষকন্যা পাঠাইয়া দিয়া গোপনে পর্ব্বতককে হত্যা করেন।”

মলয়কেতু কৌতূহলের সহিত সমস্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহার পিতাকে চাণক্যই কৌশল ক্রমে হত্যা করিয়াছেন। রাক্ষস বিশ্বাসী বান্ধব, তাঁহাব দ্বারা এরূপ ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ কথা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই কথা শ্রবণে তিনি বিস্মিত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। রাক্ষসেব ন্যায় বিশ্বাসী মানুষ যে এরূপ পৈশাচিক লীলার অনুষ্ঠাতা হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না, নির্ব্বাক্ রহিলেন। জীবসিদ্ধ চাণক্যের উপদেশানুসারেই ঐরূপ চলিয়াছিল। ভাগুরায়ণ, জীবসিদ্ধি সকলেই চাণক্যের চর। মলয়কেতু ও রাক্ষসের মধ্যে একটা অন্তর্বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত করাই এইরূপ চক্রান্তের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই ভাগুরায়ণের সম্মুখে ঐরূপ বলা হইল।

ভাগুরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারপর কি হইল ?”
জীবসিদ্ধি বলিল, “আরপর আমি রাক্ষসের বন্ধু বলিয়া চাণক্য আমাকে অপমান করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া

দিলেন। এখন রাক্ষস এমন আর একটী দুষ্কার্য্য করিয়াছেন যাহার জন্য পৃথিবী হইতেই চিরতরে বিদায় লইতে হইবে।"

ভাগুরায়ণ বলিলেন, "পর্ব্বতকের সঙ্গে এইরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল যে তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে হইবে। সুতবাং যাহাতে অর্দ্ধেক রাজ্য না দিতে হয় তজ্জন্য চাণক্যই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন; রাক্ষস করেন নাই, এইরূপইত আমরা জানি।"

জীবসিদ্ধি বলিলেন, "না, না, উহা সত্য ঘটনা নহে। চাণক্য হত্যা করা দূরে থাকুক, বিষকন্যার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই।"

এই সমস্ত শুনিয়া মলয়কেতু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। রাক্ষস বিশ্বাসঘাতক—একথা মনে করিতেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ভাগুরায়ণকে চাণক্য পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছিলেন যে যাহাতে মলয়-কেতুর রাক্ষসের উপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং ঘৃণাজন্মে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, রাক্ষসের প্রাণ যেন কোন মতে বিনষ্ট না হয়। তাই ভাগুরায়ণ বলিলেন, "কুমার, দুঃখিত হইবেন না, বসুন, আপনার সহিত অনেক কথা আছে। মলয়কেতু বক্তব্য বিষয় বলিতে বলিলেন।

ভাগুরায়ণ বলিলেন, "রাজনীতির ধরণই এইরূপ।

ইহা শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু করিয়া তুলে, ইহাই রাজনীতির স্বভাব। সাধারণ মানুষে যাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহা অন্যায়রূপে পরিগণিত নাও হইতে পারে। রাজনীতি সাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের গণ্ডীকে অনেক সময়ই মানিয়া চলে না। সুতরাং পর্ব্বতকের প্রতি রাক্ষস যে আচরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে আমি দোষী বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। যতদিন আপনি নন্দরাজ্য অধিকার করিতে না পারেন ততদিন রাক্ষসকে পরি-ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। নন্দরাজ্য প্রাপ্তির পর যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন।"

মলয়কেতু এই উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমার কথা যুক্তি সঙ্গত বটে। রাক্ষসকে হত্যা করিলে প্রজাবর্গ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা পড়িবে।"

এই সময় সেইস্থানে ভাগুরায়ণের কয়েকজন রক্ষী একটী লোককে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। লোকটীর অপরাধ এই যে সে বিনা অনুমতিতে শিবির হইতে নিষ্ক্রমণ করিতেছিল।

ভাগুরায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তদুত্তরে লোকটী বলিল যে সে রাক্ষসের অনুচর।

ভাগুরায়ণ প্রশ্ন করিল, "তুমি বিনা অনুমতিতে শিবির হইতে বহির্গত হইতেছিলে কেন?" লোকটী বলিল যে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটী কার্য্যোপলক্ষেই তাহাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। ভাগুরায়ণ ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার এমন কি কার্য্য ছিল যে তুমি রাজা-দেশ পালন করিতে পারিলে না? রাজাজ্ঞা কেন তুমি অমান্য করিবে?"

## রাক্ষসের সহিত মলয়কেতুর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা

এই লোকটি সিদ্ধার্থক। তাহার হস্তে একখানি পত্র। মলয়কেতু তাহা লক্ষ্য করিয়া পত্রখানি দিতে বলিলেন। ভাগুরায়ণ সিদ্ধার্থকের হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, উহাতে রাক্ষসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরিয়ের "ছাপ" রহিয়াছে। সে চিঠিখানা মলয়-কেতুকে দেখাইল। মলয়কেতু সতর্কভাবে উহার আবরণ উন্মোচন করিয়া মধ্যের পত্রখানি বাহির করিতে অনুজ্ঞা করিলেন; যেন ঐ "ছাপ"টী নষ্ট না হয়। ভাগুরায়ণ পত্র খুলিল, কিন্তু কোথা হইতে কে কাহার লিখিয়াছে সে সব কথা পত্রে কিছুই নাই। মলয়কেতু পড়িতে লাগিলেন, "আমাদের শত্রু চাণক্যকে পদচ্যুত করিয়া সত্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার যে

সমস্ত বান্ধব সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার আশা দিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। অনুগ্রহ পাইলে তাঁহারা বর্ত্তমান আশ্রয় ধ্বংস করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ইহাদের মধ্যে কেহ বা শত্রুর অর্থাকাঙ্ক্ষা, কেহ সৈন্যদলের উপর প্রভুত্বকামী, কেহ বা রাজ্যপ্রার্থী। আপনার প্রেরিত অলঙ্কার তিনখানি পাইয়াছি। আমিও কিছু প্রেরণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে প্রীত হইব। বিস্তৃত বিবরণ আমার প্রেরিত এই বিশ্বস্ত লোকের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।"

মলয়কেতু বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন "এ কিরূপ পত্র?" ভাগুরায়ণ বলিল, "সিদ্ধার্থক, এ কাহার পত্র?" সিদ্ধার্থক উত্তর করিল, "জানি না," ভাগুরায়ণ বলিল, "তুমি পত্রবাহী অথচ কাহার পত্র জান না, এ কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং মিথ্যা। সুতরাং ওসমস্ত চাতুরী পরিত্যাগ কর। তোমার নিকট হইতে কে মৌখিক সংবাদ জানিবে বল।" সিদ্ধার্থক বলিল, "তোমরাই শুনিবে।" কথায় বিদ্রূপের আভাষ দেখিয়া ভাগুরায়ণ ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা! সহজভাবে আমার কথার উত্তর দাও।" সিদ্ধার্থক ভীত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি বন্দী হইয়াছি কি না, আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি না।"

ভাগুরায়ণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “এইবার তোমাকে বুঝাইয়া দিব, তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে।” বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভীষণাকার যমসদৃশ একটী লোক আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। প্রহার করিবার জন্য হস্ত ধরিয়া টানিতেই ছোট একটি পুঁটুলি কোথা হইতে পড়িয়া গেল। প্রহারকারী লোকটি পুঁটুলিটি লইয়া ভাগুরায়ণের হস্তে দিল। পুঁটুলিটির উপর রাক্ষসের নাম অঙ্কিত ছিল। ভাগুরায়ণ উহা খুলিয়া মলয়কেতুকে দেখাইল। মলয়কেতু উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “আমি যে সমস্ত অলঙ্কার রাক্ষসকে প্রদান করিয়াছিলাম, এ সেই সব অলঙ্কার। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ঐ পত্র চন্দ্রগুপ্তকেই লিখিত হইয়াছে এবং এই অলঙ্কারও চন্দ্রগুপ্তের নিকটই প্রেরিত হইয়াছে।” ভাগুরায়ণ বলিল, “আমি রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি।” ইহা বলিয়া প্রহারকারীকে আরও প্রহার করিতে বলিল। তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া সিদ্ধার্থককে প্রহার করিতেই সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইল। সে বলিল, “আমি সমস্ত বৃত্তান্ত কুমার মলয়কেতুর নিকট নিবেদন করিব; আমাকে লইয়া চল।” সে মলয়কেতুর সম্মুখে নীত হইল। মলয়কেতুর পদতলে পড়িয়া সিদ্ধার্থক অভয় প্রার্থনা

করিয়া জানাইল যে, রাক্ষস তাহাকে ঐ পত্র দিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মলয়কেতু সিদ্ধার্থকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। সিদ্ধার্থক তখন মলয়কেতুর অধীন পাঁচজন নৃপতির নাম করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কে মলয়কেতুর রাজ্য চাহেন, কে হস্তী চাহেন, কে ধনরত্ন চাহেন সমস্ত বলিল। মলয়কেতু শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রাক্ষসকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষস তখন গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, কিরূপে যুদ্ধ করিলে মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্তকে পরাস্ত করিতে পারেন। রাক্ষস মলয়কেতুর শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল চেষ্টাই করিতেন।

তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় দূত গিয়া জানাইল যে, মলয়কেতু তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। দূতকে উপবেশন করিতে বলিয়া রাক্ষস বেশভূষা পরিধান করিয়া মলয়কেতুর নিকট গমন করিলেন। মলয়কেতুর সমীপে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র মলয়কেতু তাঁহাকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাক্ষস আসন গ্রহণ করিলে, মলয়কেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাটলীপুত্রে কেহ গমন অথবা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে কি?" রাক্ষস বলিলেন, "না, সেখানে আর কাহারও গমনাগমনের আবশ্যক নাই, কারণ আমরা শীঘ্রই তথায় গমন করিব।"

মলয়কেতু সিদ্ধার্থকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে ইহাদ্বারা পত্রপ্রেরণ করিতেছিলেন কেন ?" রাক্ষস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কই, কাহাকে ? সিদ্ধার্থককে ? সে কি !"

সিদ্ধার্থক লজ্জার ভাণ করিয়া বলিল, "কি করি, মন্ত্রী মহাশয়, অত্যধিক প্রহার করায় সমস্ত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

রাক্ষস বলিলেন, "কি প্রকাশ করিয়াছ ? কি কথা গোপন রাখিতে পার নাই। কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।" সিদ্ধার্থক যেন থতমত খাইয়া বলিতে গেল, "বলিয়া ফেলিয়াছি এই—যে প্রহার করায়—" আর সে বলিতে পারিল না, হতবুদ্ধির ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। মলয়কেতু ভাগুরায়ণকে বলিলেন, "সিদ্ধার্থক মন্ত্রী মহাশয়ের সম্মুখে ভয়ে বলিতে পারিতেছে না। তুমি ব্যাপারটা বলিয়া দাও।" ভাগুরায়ণ বলিল, "এই লোকটা বলিতে চাহিতেছে, যে উহাকে আপনি পত্র দিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" রাক্ষস রুষ্টচিত্তে বলিলেন, "একি সত্য, সিদ্ধার্থক ? আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি ?" সিদ্ধার্থক নম্রস্বরে লজ্জিতের মত বলিল, "কি করিব মন্ত্রীমহাশয়, আমি প্রহৃত হইয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছি।" ভাগুরায়ণ পত্রখানি বাহির করিয়া

রাক্ষসকে দেখাইল। রাক্ষস দেখিয়া বলিলেন, "শত্রুর কাণ্ড। এ চিঠি নিশ্চই জাল।" মলয়কেতু বলিলেন, "আপনি অলঙ্কার প্রেরণ করিয়াছেন কি জন্য?" রাক্ষস অলঙ্কারগুলি দেখিয়া বলিলেন, "এ অলঙ্কার আপনি আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন. আমি সন্তুষ্ট হইয়া ইহা সিদ্ধার্থককে পুরস্কার দিয়াছিলাম।" মলয়কেতু বলিলেন, "পত্রে যে আপনার অঙ্গুরীয়ের 'ছাপ' রহিয়াছে।" রাক্ষস বলিলেন, "সমস্তই যে শত্রুর চক্রান্ত দেখিতেছি। সবই বিপক্ষের ষড়যন্ত্র।" সিদ্ধার্থকের দিকে চাহিয়া ভাগুরায়ণ বলিল, "এ পত্র কে লিখিয়াছে?" সিদ্ধার্থক রাক্ষসের মুখের পানে চাহিয়া মস্তক নত করিয়া রহিল। ভাগুরায়ণ বলিল, "কেন আবার অনর্থক সাধ করিয়া প্রহার সহ্য করিবে" যাহা প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর দাও।" "চন্দ্রভাস লিখিয়াছে" বলিয়া সিদ্ধার্থক আবার মস্তক নত করিল। রাক্ষস দেখিলেন যে, সত্য সত্যই উহা চন্দ্রভাসের হস্তাক্ষর, তিনি নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া অনুমান করিলেন, একদিন তিনি চন্দ্রভাসকে মন্ত্রিপদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাস এইরূপ করিয়াছে। মলয়কেতু অলংকারের পুঁটুলি খুলিয়া দেখিয়া চমকিয়া বলিলেন, "একি? এযে আমার পিতার অলঙ্কার!" রাক্ষস

বলিলেন, "আমি পশারীর নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছিলাম।" মলয়কেতু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তুমি ক্রয় করিয়াছিলে! ইহা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রয়ার্থ পশারী দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিল। তুমি কৃতঘ্নের ন্যায় আমার পিতাকে বিষকন্যা দ্বারা হত্যা করিয়াছ, আর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইবার লোভে আজ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছ। আমার পিতার গাত্রালঙ্কার তুমি এই লোকের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের নিকটেই প্রেরণ করিতেছিলে। তুমি এখান হইতে দূর হও। যে সমস্ত প্রধান রাজন্যবর্গ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রতিও সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। রাজ্য বা অর্থলোভিগণকে মৃত্তিকা-তলে জীবন্ত প্রোথিত করিব এবং যাঁহারা হস্তী চাহেন তাহাদের হস্তীদ্বারা দলিত করিব। তুমি যাও, তোমার প্রিয় চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত যোগদান কর। তার পরে তোমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দণ্ডিত করা যাইবে।" ক্রোধ-ক্ষিপ্ত মলয়কেতু পত্রোল্লিখিত রাজ্যাদি লুব্ধ রাজগণের সকলকে জীবন্ত প্রোথিত করিতে, আর অনেককে হস্তিপদতলে বিদলিত করিতে আদেশ করিলেন। ভাগুরায়ণ বলিল, "কুমার, আর সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? অবিলম্বে পাটলীপুত্র আক্রমণের আজ্ঞা করুণ।" মলয়কেতু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান রাক্ষস বুঝিতে পারিলেন যে এ

সমস্তই কূটবুদ্ধি চাণক্যের চাতুরী। সিদ্ধার্থক, জীবসিদ্ধি প্রভৃতি সকলেই তাঁহারই চর এবং তিনি চাণক্যের কৌশলে প্রতারিত হইয়াছেন ; আর, চাণক্যেরই চক্রান্তে মলয়কেতুর সঙ্গে তাঁহার এই বিচ্ছেদ ঘটিল। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নানাকথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### কৌশলের ফল

ঐ তালপত্রে যে পাঁচজন রাজার নাম উল্লিখিত ছিল, তাঁহাদের প্রাণনাশ করা হইল। অন্যান্য অনুগত রাজগণ ইহাতে এরূপ শঙ্কিত হইলেন যে, তাঁহারা একে একে মলয়কেতুর রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভাগুরায়ণ মলয়কেতুর পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেছিল, অথচ সে চাণক্যেরই অনুচর, বাহিরে মলয়কেতুর অনুগত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হওয়াও অন্তরে সে তাহারই গুপ্তশত্রু। সুযোগ বুঝিয়া ভাগুরায়ণ প্রভৃতি চাণক্যের গুপ্তচরগণ মলয়কেতুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। রাক্ষসও ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া পাটলাপুত্রে প্রস্থান করিলেন। চাণক্য সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি রাক্ষসকে হস্তগত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

### রাক্ষসের পাটলীপুত্রে গমন

পাটলাপুত্র নগরের একপ্রান্তে একটী পুরাতন এবং পরিত্যক্ত উদ্যান ছিল। তথায় পুষ্পলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি পত্রশাখা বহুল বৃক্ষ পুঞ্জীভূত

হইয়া আলোক প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া ঘনীভূত অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই অন্ধকার এতই গাঢ় ও নিস্তব্ধ যে, দিনেও সেখানে প্রবেশ করিতে যেন অন্তর কম্পিত হইয়া উঠে। কতকগুলি ভগ্নদ্বার ও জীর্ণ প্রাচীর উদ্যানের নির্জ্জনতা, অযত্ন ও প্রাচীনতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল এবং অতীতের সাক্ষাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। উদ্যান-গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং পুরাতন পুষ্করিণী জলশূন্য এবং বন-গুল্ম-বেষ্টিত হইয়া পড়িয়া আছে।

রাক্ষস তথায় গিয়া ঐ পরিত্যক্ত উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চিত্তে অতীতের সুখ চিত্র সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নন্দগণের কথা, মলয়কেতুর অবিশ্বাসের কথা সমস্ত যেন তাঁহার মনোমধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল ঐ উদ্যানে বসিয়া মহারাজ নন্দ তাঁহার মিত্ররাজগণের সহিত আলাপ করিতেন। কত আনন্দে তিনি সেখানে ছিলেন। অতীতের সমস্ত সুখের চিত্র আজিকার দুঃখকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতে লাগিল, বুকের ব্যথাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতে লাগিল, অতীত যেন বর্ত্তমানকে বেদনার মূর্ত্ত প্রতিমারূপে চিত্রিত করিয়া তুলিতে লাগিল, অনুতাপ, ক্রোধ প্রভৃতি তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। কালের কি

বিচিত্র গতি!—নন্দের পাটলীপুত্রে আজ তাঁহারই মন্ত্রী রাক্ষস নিরাশ্রয়, এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ কাননে ভয়ে ভয়ে লুক্কায়িত থাকিতে হইতেছে! যতই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বেদনায় তাঁহার অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহারই ক্ষুব্ধ লহরী নয়নের কূলে উচ্ছ্বলিয়া পড়িতে লাগিল।

## শেষ কৌশল

এমন সময়, একজন লোক যেন গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে, রাক্ষস এইরূপ দেখিতে পাইলেন। সে রাক্ষসকে দেখিতে পায় নাই বলিয়াই মনে হইল রাক্ষস তদ্দর্শনে দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "ওহে, একি, তুমি এ কি করিতে যাইতেছে?" লোকটী বলিল "মহাশয়, আমার এক প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া আমি এইরূপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার অন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনই যদি না রহিল তবে আমারই বা থাকিয়া কি লাভ আছে?" রাক্ষস দেখিলেন, ইহার অবস্থাও নিজের অনুরূপ। তাই তিনি বলিলেন, "তোমার যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপার আমার নিকট বিবৃত কর। আমার ব্যাপারটি জানিবার জন্য বড় কৌতুহল হইতেছে।"

লোকটী বলিল, "আমার বলিতে কোন বাধা বা আপত্তি নাই, তবে কথা হইতেছে এই যে, আমার বন্ধুর মরণে আমি এতই ব্যথিত হইয়াছি যে, আর আমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমি এখনই মরিব।"

রাক্ষস ভাবিলেন "এই লোকটীর বন্ধুর প্রতি কি অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রেম। আর, আমি কিনা আমার বন্ধুর বিনাশের পরেও এমন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছি!" লোকটীকে সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতে আবার অনুরোধ করিলেন। লোকটী রাক্ষসকে একান্ত উৎসুক দেখিয়া বলিল, "আপনি যখন না শুনিয়াই ছাড়িবেন না, তখন শুনুন, বলিতেছি। এই নগরে বিষ্ণুদাস নামে এক বণিক্ আছেন, তিনিই আমার বন্ধু।"

রাক্ষস জানিতেন বিষ্ণুদাস চন্দনদাসের বন্ধু, সুতরাং তিনি আশা করিলেন, ইহার নিকট হইতে চন্দনদাসের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?" লোকটী বলিল, "অদ্য বিষ্ণুদাসকে আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইবে। তাহার মৃত্যুসংবাদ আমার কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে আমার জীবনের অবসান হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য এই উদ্যানে আসিয়াছি।" রাক্ষস বলিলেন, "তোমার বন্ধুকে কেন আগুণে পুড়িয়া মরিতে

হইবে? রাজাদেশ বুঝি?" লোকটী বলিল, "ভগবান্ করুন একপ নির্ম্মম কার্য্য যেন চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে অনুষ্ঠিত না হয়।" রাক্ষস বলিলেন, "তাহা হইলে কেন তিনি আগুণে পুড়িয়া মরিবেন? তুমি যেরূপ বন্ধু-বিয়োগের দুঃখে মৃত্যুবরণ করিতে উদ্যত, তিনিও কি তদ্রূপ অপর কোন বান্ধবের মরণ-বেদনায় অগ্নি-বরণে উদ্যত?" লোকটী বলিল, "হাঁ।" রাক্ষস অত্যন্ত উৎসুকভাবে বলিলেন, "তবে শীঘ্র সমস্ত খুলিয়া বল, আমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।" লোকটী বলিল, "আর থাকুক। আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।" রাক্ষস তাহার নিকট বিস্তৃত বিবরণ না শুনিযাই ছাড়িবেন না। কাজেই সে বলিতে লাগিল, "এই নগরে চন্দন দাস নামে এক বণিক্ আছে--"

রাক্ষসের বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারই গৃহে যে তিনি স্বীয় পরিবার রাখিয়া আসিয়াছেন। বুঝি সে কথা প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হওয়াই তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইয়াছে। সত্য সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিলেন, "শীঘ্র বল, তাহার কি হইয়াছে।" লোকটী বলিল "সে-ই বিষ্ণু-দাসের বন্ধু। তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থে বিষ্ণুদাস তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল; চন্দ্রগুপ্তকে তাহার

সমস্ত সম্পত্তি দিয়াও বন্ধুর প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল।” রাক্ষস ভাবিলেন যে ব্যক্তি এইরূপে নিজের যথাসর্ব্বস্ব বন্ধুর জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতে পারে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ। এরূপ লোক সংসারে অতি বিরল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “চন্দ্রগুপ্ত কি বলিলেন ?” লোকটি বলিল, “চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন যে অর্থের জন্য চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করা হয় নাই। নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসের পরিবারকে তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহা প্রকাশ না করার জন্যই তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। সেই সংবাদ প্রকাশ করিলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে, নচেৎ নহে। চন্দনদাসকে বধ্যভূমে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণুদাস আগুনে পুড়িয়া মরিবে স্থির করিয়া নগর হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমিও তাহার মরণ-সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বেই আত্মত্যাগ করিব সংকল্প করিয়া উদ্বন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলাম। রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিলেন, “চন্দনদাসকে এখনও বধ করা হয় নাই ত ?” লোকটী উত্তর করিল। ‘আজ্ঞে না, এখনও বধ করা হয় নাই। অদ্যই হইবে।”

রাক্ষস বলিলেন, “তুমি যাইয়া বিষ্ণুদাসকে মৃত্যু-চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বল , আমি চন্দনদাসকে রক্ষা করিব।” লোকটী বিস্মিত ভাবে বলিল, “আপনি

কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ?” রাক্ষস বলিলেন, “আমার হস্তে এই যে খড়্গ দেখিতেছ, ইহারই সাহায্যে তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করিব।” লোকটী বলিল “আপনি চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ উদ্‌গ্রীব এবং যত্নশীল তাহাতে মনে হইতেছে যে আপনিই সুবিখ্যাত মন্ত্রী রাক্ষস।” বলিয়াই লোকটী রাক্ষসের সম্মুখীন হইয়া পদতলের লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রাক্ষস স্বীকার করিলেন যে তিনিই রাক্ষস. অমনি সেই লোকটী তাঁহাকে অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “সৌভাগ্য আমার যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন. আমি একটী কথা বলিতে চাহি। আপনি কি জানেন, যে চন্দ্রভাস বলপূর্ব্বক একটী লোককে বধ্যভূমি হইতে লইয়া গিয়াছিল, সেই অপরাধে সেই বধ্যভূমিতে যাহারা হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল সেই সমস্ত ঘাতকদিগের প্রাণদণ্ড হইয়াছে! সেই অবধি ঘাতকগণ সতর্ক হইয়াছে। সুতরাং তাহারা যদি বধ্যভূমিতে কোন অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই চুপ করিয়া থাকিবে না। আপনি যদি খড়্গ লইয়া সেখানে যান তাহা হইলে আপনিই চন্দনদাসের প্রাণনাশের কারণ স্বরূপ হইবেন ; কারণ যদি বা কোন কৌশলে তাঁহার প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা

থাকে, অস্ত্র নিয়া গেলে, সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। সুতরাং অস্ত্র না নেওয়াই ভাল।"

রাক্ষস ভাবিলেন, "একে অত্যন্ত জটিল রহস্য। চাণক্যের কোন কর্ম্ম সরল নহে, সমস্ত কার্য্যেরই উদ্দেশ্য গূঢ়, দুর্ভেদ্য, দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক। যে চন্দনদাস আমারই জন্য আজ বিপন্ন, প্রাণ-বিনিময়েও তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## বধ্যভূমে চন্দনদাস

চণ্ডালগণ চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। পথিকবর্গ তাঁহাকে নিতে দেখিয়া আতঙ্কে কম্পিত হইল। সমস্ত দর্শকেরই মনে একটা অজ্ঞাত শঙ্কা শিহরিয়া উঠিল। চন্দনদাসকেই স্বীয় স্কন্ধে 'শূল' বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। তাহাকে মৃত্যু-পরিচ্ছদও পরিধান করান হইল। তাহার স্ত্রীপুত্র তাঁহার পশ্চাতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে উদ্বেল-হৃদয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরের বেদনা-ভার পাষাণের মত তাঁহাদের বক্ষকে পীড়িত করিতেছিল। জল্লাদ গণ রাজার অপ্রিয় কার্য্যের কিরূপ ফল হয় তাহা চন্দনদাসের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক হইতে উপদেশ দিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "চন্দনদাস যদি এখনও রাক্ষসের পরিবারের সন্ধান বলিয়া দেন তবে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নহিলে তাঁহাকে 'শূলে' প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কোন কার্য্য করিলে এইরূপই প্রতিফল পাইতে হয়।"

চন্দনদাস অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন, "যাহাতে চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া দেয় সেরূপ কর্ম্ম আমি জীবনে কোন দিন করি নাই। অথচ ইহাদের প্রাণহীন নিষ্ঠুর বিচারে আমাকে প্রাণ হারাইতে হইবে!" তাঁহার বন্ধুবর্গের কথা স্মরণ হইতে লাগিল, আর নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘাতকগণ চন্দনদাসকে সম্বোধন কবিয়া বলিতে লাগিল "আপনি 'মশানে' আসিয়াছেন; এখন স্ত্রীপুত্র-দিগকে বিদায় দিন।"

চন্দনদাস স্ত্রীকে প্রস্থান কবিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরে বেদনাতুর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি ফিরিব না। স্বামীর বিয়োগেব সময়ে আর্য্য রমণী কখনও নিজের জীবন লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে না।"

চন্দনদাস সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আমার মরণে ত দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমি ত কোন দোষে দোষী বলিয়া মরিতেছি না, আমি মরিতেছি বন্ধুর উপকারের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য।"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "তাহা হইলেও স্ত্রী কি এরূপ অবস্থায় স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতে পারে?"

চন্দন দাস বলিলেন, "তবে তুমি কি স্থির

করিয়াছ ?” তাহার পত্নী উত্তর করিলেন, “আমি তোমার অনুগামিনী হইব।”

চন্দন দাস শিশুপুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন ‘ইহা তোমার অন্তিম থাক। তুমি না থাকিলে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কে বাঁচাইয়া তুলিবে ? ইহার কি উপায় হইবে ?”

তাঁহার পত্নী বলিলেন, “ভগবান আছেন।” বলিয়া পুত্রকে পিতৃচরণে শেষ প্রণাম করিতে বলিলেন। পুত্র পিতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “আমি কি করিব বাবা ?” চন্দন দাস বলিলেন, “যে দেশে চাণক্য নাই, সেই দেশে গিয়া বাস কর।” তাঁহার নয়নপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জল্লাদেরা বলিল, “মহাশয়, ‘শূল’ বসান হইয়াছে। আপনি প্রস্তুত হউন।”

চন্দন দাসের স্ত্রী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চন্দন দাস বলিলেন, “অনর্থক কেন কাঁদিতেছ ? বন্ধুর জন্য প্রাণত্যাগ—এ’ত সুখের বিষয়। ইহার জন্য দুঃখ কিসের ?”

জল্লাদেরা চন্দনদাসকে ‘শূলে’ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। চন্দন দাস বলিলেন, “একটু অপেক্ষা কর ; আমি এই শিশুপুত্রটিকে একটু সান্ত্বনা দিয়া লই।” পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “বাবা, মরিতে হইবেই। বন্ধুর কার্য্যের জন্যই না হয় প্রাণ দিলাম।

এত পুণ্যকর্ম্ম, ইহাতে ক্ষতি কি বাবা ?” পুত্র বলিল, “না আমি দুঃখ করিব না। ইহাই আমাদের কুলধর্ম্ম, ইহাই আমাদের অক্ষয় গৌরব।” জল্লাদগণ চন্দন-দাসকে ধরিতে গেলে তাহার স্ত্রী অসহ্য বেদনায় শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “রক্ষা কর, রক্ষা কর।”

## রাক্ষসের বধ্যভূমিতে আগমন

এই সময়ে রাক্ষস সেইখানে উপস্থিত হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন “ভয় নাই, ভয় নাই।” রাক্ষসকে দেখিয়া চন্দনদাস বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এ কি ! আমার আত্মত্যাগের সমস্ত বাসনা ব্যর্থ করিয়া আমার বেদনাকে দ্বিগুণিত করিতে আপনি কেন আসিলেন ?”

রাক্ষস বলিলেন, “তিরস্কার করিবার কিছু নাই ত বন্ধু। আমি আসিয়াছি আমার স্বার্থের জন্য।”

জল্লাদের প্রতি রাক্ষস বলিলেন, “তোমরা চাণক্যকে গিয়া জানাও যে যাহার জন্য চন্দনদাসের প্রতি মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সেই রাক্ষস আসিয়াছে।”

## চাণক্য ও চন্দ্রভাসের সহিত রাক্ষসের সাক্ষাৎ

অনতিবিলম্বেই চাণক্য ও চন্দ্রভাস সেইখানে

উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া রাক্ষস তাঁহাদিগকে চিনিলেন। চাণক্যও রাক্ষসকে চিনিতে পারিলেন। চাণক্য রাক্ষসকে নমস্কার করিয়া চন্দ্রভাসের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাক্ষস বলিলেন, "আমার দেহ চণ্ডালস্পর্শে কলুষিত হইয়াছে, সুতরাং আমাকে নমস্কার করা আপনার উচিত নহে।" চাণক্য বলিলেন, "কোন চণ্ডাল আপনার দেহ স্পর্শ করে নাই, যাহারা স্পর্শ করিয়াছে তাহারা আপনার পরিচিত; ইহারা রাজকর্ম্ম-চারী; ইহার নাম সিদ্ধার্থক, আর ইহার নাম সমিধার্থক। যাহা হউক অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে না, যেহেতু ইহারা অনেকেই বিশ্বস্তভাবে আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছিল। আপনাকে শুধু জানাইতেছি যে চন্দন-দাসের হস্তলিখিত সেই পত্র, সিদ্ধার্থক, ভাগুরায়ণ, আপনার কপট বন্ধু জীবসিদ্ধি, সেই অলঙ্কার তিনখানা—সমস্তই আপনাকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। চন্দনদাসের উপর অত্যাচারও সেই উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল, এবং সেই জীর্ণোদ্যানের আত্মজিঘাংসু লোকটীও একই উদ্দেশ্যে এইরূপ অভিনয় করিয়াছিল। ইহার কিছুই প্রকৃত নহে, কেবলমাত্র আপনাকে হস্তগত করিবার কৌশল। এখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনার দর্শনপ্রার্থী, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট চলুন।"

## চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন

রাক্ষস বলিলেন, "যখন ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তখন চলুন।"

তিনজনে চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে উপনীত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে রাক্ষসের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য বলিলেন, "বৎস, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ইনিই সুযোগ্য মন্ত্রী রাক্ষস।" চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধে আসন গ্রহণ করিলেন। চাণক্যও চন্দ্রভাসও আসনে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "আপনারা সকলেই যখন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তখন আমারই জয়।" চাণক্য বলিলেন, "মন্ত্রী রাক্ষস; আপনি প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছুক কি?" রাক্ষস সম্মতি জানাইলেন। চাণক্য বলিলেন, "আপনি অস্ত্রধারণ না করিয়া চন্দনদাসকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, একথা বলা যায় না।" রাক্ষস বলিলেন, "আমি অনুগ্রহ করিবার অযোগ্য।" চাণক্য বলিলেন, "যোগ্য অযোগ্যের কথা আমি বলিতেছি না। অস্ত্রধারণ করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে চন্দনদাসের জীবনরক্ষার উপায় নাই।"

## রাক্ষসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

নন্দবংশের প্রতি রাক্ষসের প্রগাঢ় স্নেহ; চন্দ্রগুপ্ত

নন্দবংশের শত্রু, অথচ আজ সেই শত্রুরই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে এই অপ্রিয় কার্য্যই করিতে হইবে, নহিলে বন্ধুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যায় না ; সুতরাং তিনি মন্ত্রিব পদ গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ভাগুবায়ণ প্রভৃতি মলয়কেতুকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া আসিল। চাণক্য বলিলেন, "রাক্ষসই এখন মন্ত্রী, সুতরাং তিনি যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন।" রাক্ষস বলিলেন, "আমাকে যদি বলিতে হয়, তবে আমি বলি, মলয়কেতুকে মুক্ত করাই কর্ত্তব্য।"

## মলয়কেতুর মুক্তি

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। চাণক্য বলিলেন, "মলয়কেতুকে মুক্ত করিয়া সসম্মানে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।" মন্ত্রী রাক্ষসের অনুরোধে এবং চাণক্যের সম্মতি অনুসারে মলয়কেতুকে মুক্তি প্রদান করা হইল এবং তাঁহার নিজ-রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল।

## চন্দনদাসের মুক্তি।

চাণক্য বলিলেন, "চন্দনদাসকে মুক্ত করিয়া তাহার পদগৌরব-বৃদ্ধি করিয়া দাও। তাহাকে সমস্ত নগরের

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী করিয়া দাও। অন্যান্য সকলেরও বন্ধন মোচন করিয়া মুক্ত করিয়া দাও।" চাণক্যের আদেশানুসারে সকলে মুক্তি লাভ করিল। সকলের প্রাণে মুক্তির আনন্দ. হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। তাহারা চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, রাক্ষস ও চন্দ্রভাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। চন্দনদাস সানন্দে রাক্ষসকে আলিঙ্গন করিলেন; অপূর্ব্ব প্রেম পুলকে তাঁহার চক্ষুঃ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

## চাণক্যের দানপত্র

আজ চাণক্য ও চন্দ্রভাসের সংসার যাত্রার শেষ দিন। তাঁহারা গুরুশিষ্যে এতদিন যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের জন্য। দেশ তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, দেশাত্মবোধ তাঁহাদের ছিল। শুধু প্রাণের আবেগ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নন্দবংশ ধ্বংস করেন নাই; পাপকে, ব্যভিচারকে বিনষ্ট করিয়া পুণ্য শিখা প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্যই তাঁহারা ধ্বংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নন্দবংশীয় রাজগণের উচ্ছৃঙ্খলতা, ও ব্যভিচার দেশকে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করিতেছিল। প্রজাবর্গের দুঃখদুর্দ্দশার দিকে তাঁহারা দৃক্‌পাত করিতেন না, নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-সম্ভোগ লইয়া তাঁহারা থাকিতেন; ইহা দেশের মুখে কলঙ্ক-কালিমা

লেপন করিয়া দিতেছিল। এই সমস্ত কলঙ্ককে, অন্যায়কে অগ্নি-শিখায় বিদগ্ধ করিয়া সত্য তেজকে তিনি দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অযোগ্য বিলাসী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রকৃত তেজস্বী ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মহা যজ্ঞের হোতারূপেই চাণক্যের জন্ম হইয়াছিল, এবং এই কার্য্যকেই তিনি জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বার্থকে চাণক্য বড় করিয়া দেখেন নাই, আত্মসুখকে তিনি জীবনের আদর্শ করিয়া তুলেন নাই; সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি এই সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বার্থকে যদি তিনি বড় করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইতে পারিতেন; বিরোধকে যদি বড় করিয়া দেখিতেন, তবে রাক্ষসকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, ব্রাহ্মণের যাহা যোগ্য কর্ম্ম, তাহাই তিনি করিয়াছেন, অযোগ্যকে বিদূরিত করিয়া যোগ্যব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক অপমানিত হইয়াও তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন নাই, তাহাও স্বার্থলোভে নহে, তাঁহার সাধনা তখনও সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া। তিনি আপনার কর্ম্ম শেষ করিয়া যোগ্য ব্যক্তির হস্তে মন্ত্রিত্বের কার্য্য অর্পণ করিয়া নিজে গুরুর সহিত বন-গমন করিলেন।

চন্দ্রভাস যেমন গুরু, চাণক্য তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য। চন্দ্রভাস স্বার্থশূন্য ব্যক্তি, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অন্যায়দ্রোহী এবং ন্যায়বান্। তিনি মাত্র একমুষ্টি তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; ধনসম্পত্তি, স্বার্থ হইতে যথা সম্ভব দূরে থাকিয়া তিনি সৎকার্য্যে আত্মনিযোগ করিয়াছিলেন। নন্দবংশ ধ্বংসের মূলে শুধু চাণক্য নহেন, চন্দ্রভাসই তাঁহাকে ঐ কার্য্যের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিযাছিলেন।

পার্থিব কর্ত্তব্য অবসানের পর চাণক্য সাংসারিক কোলাহল হইতে দূরে গিয়া জ্ঞানদৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলিবার সাধনায় নূতন উৎসাহের সহিত স্থির চিত্তে আত্মনিয়োগ করিলেন।

সাংসারিক অভিজ্ঞতা চাণক্যের যথেষ্ট ছিল। রাজনীতি শাস্ত্রে তিনি অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। ঐ সমস্ত পুস্তকে তাঁহার অনেক নাম পাওযা যায, যথা— বিষ্ণুগুপ্ত, পক্ষিলস্বামী, মল্লনাগ প্রভৃতি। তাহার ন্যায় নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। তাহার লিখিত নীতিশাস্ত্র আজ পর্য্যন্তও গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া তাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাহার "নীতিশাস্ত্রে" ছয় সহস্রের অধিক নীতি আছে। তদ্ব্যতীত 'বৃদ্ধচাণক্য,'

'বোধিচাণক্য,' ও 'লঘুচাণক্য' নামে তাহার আরও তিনখানি নীতিগ্রন্থ আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 'বিষ্ণুগুপ্ত সিদ্ধান্ত' নামে তাহার একখানি জ্যোতিষগ্রন্থও আছে।

চাণক্য আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র ছিল দেশসেবা ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কঠোরতা, কখনও কপটতাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধারণের প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে এইরূপ ব্যবহার হয়ত দোষনীয় মনে হইবে। কিন্তু চাণক্যের নিজের নীতিশাস্ত্র অনুসারে এইগুলি দোষনীয় নহে। বাস্তবিক যাঁহারা বলবান, তাহাদের কার্য্য সাধারণের নীতিশাস্ত্র দিয়া বিচার করিলে অন্যায় হয়। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য আমাদের নীতিশাস্ত্রের দ্বারা বিচার করা চলে না। নেপোলিয়ান, বিসমার্ক, ওয়াসিংটন প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাই। ইহারা বীর, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই ইহাদের জীবন কাটিয়াছে। প্রচলিত নীতি-শাস্ত্রের অনেক বিধি ইহারা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। চাণক্যও তাহা করিয়াছেন। দাম্ভিক চাণক্য, গর্ব্বিত চাণক্য, শঠ চাণক্য, কুটিল চাণক্য, ক্রূড় চাণক্য না হইলে অত্যাচারী নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া ভারতের গৌরব

মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। চাণক্য ন্যায়ের ও ধর্ম্মের বীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার নিকট দুর্ব্বলতাই পাপ অন্য কোন পাপ নাই এবং সবলতাই ধর্ম্ম। অধর্ম্মের পরিহারে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, বিপ্লবের যুগে, সত্যের ও ন্যায়ের এমন বীর সাধকই দরকার।

সম্পূর্ণ।